ফ্রিল্যান্সিং

ইন্টারনেট থেকে আয়

ফ্রিল্যান্সার নাসিম

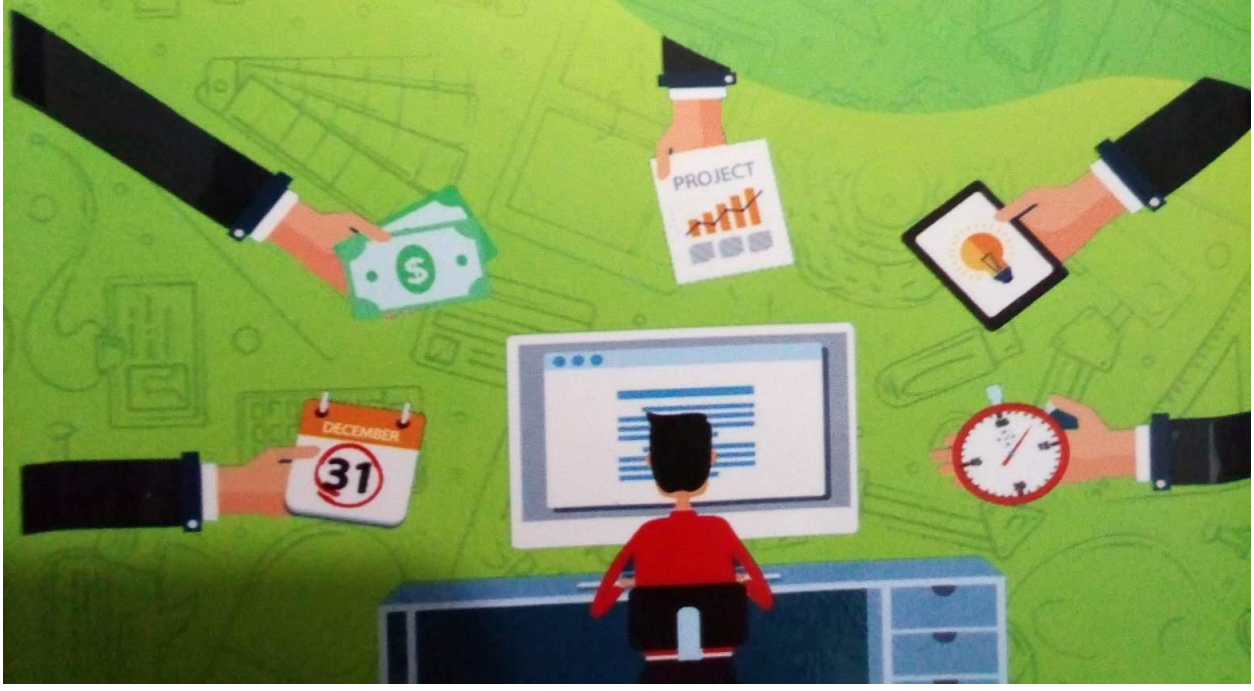

ভূমিকা

প্রথমেই মহান আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করছি যিনি আমাকে এই বইটি লেখার তৌফিক দান করেছেন।

দ্বিতীয়তো ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাই না সে সকল মানুষগুলোকে যারা ভালোবেসে সাপোর্ট করেছেন এবং করছেন। তাদের রইলো অন্তরের অন্তস্থল থেকে ভালোবাসা ও দোয়া এবং শুভ কামনা।

জনসংখ্যায় পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম দেশ বাংলাদেশ। গুগল রিসার্চ অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪.২৯% মানুষ বেকার।
Report: www.ceicdata.com (December, 2019)

দেশের জনসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, সেভাবে বাড়ছে না চাকরির সুযোগ। আবার এমনও দেখা যায় যে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া শেষ করার পরে অভিজ্ঞতা থাকার পরেও অনেকের চাকরি মিলে না। তখন তারা ভবিষ্যত অন্ধকার ভেবে নেন। নিজের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু এখন চাইলেই মেধা শক্তি কাজে লাগিয়ে ফ্রিল্যান্সিং বা অনলাইনে কাজ করে ইনকামের মাধ্যমে নিজেকে সাবলম্বি হিসেবে তৈরি করা যায় সেটা আমরা ভুলে গিয়েছি আর নয়তো বিশ্বাস করতে রাজি নই। তাই বাংলাদেশে বেকার সমস্যা দূর করার জন্য এবং যারা নিজেকে বেকার না রেখে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাদের একটুখানি আশার আলো দেখানোর জন্য বইটি সাহায্য করবে।

এই বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং-এর বিষয়ে। যেটি করে মানুষ এখন মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করতে

পারে। কিন্তু অনেক আগ্রহী রয়েছেন যারা একটু গাইডলাইনের জন্য পিছিয়ে পরেন এবং তাদের এই আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায়। আর সেই আগ্রহকে আরও বৃদ্ধি করতে এই বইয়ের গাইডলাইন যথেষ্ঠ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছি। এই বইটি পড়ে সকলেই জানতে পারবে যে 'ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং' কি, এই পেশায় কিভাবে আসা যায়, কিভাবে নিজেকে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে তৈরি করতে হবে ইত্যাদি।

সুতরাং, এই বইটি আপনাকে হয়তো কোনো কাজ শেখাবে না, কিন্তু আপনাকে ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং-এর কাজ শেখা বা ফ্রিল্যান্সার হওয়ার জন্য কি করতে হবে না হবে, কোথায় কি কাজ শিখতে হবে না হবে ইত্যাদি নিয়ে একটি পুর্নাঙ্গ ধারণা দেবে বলে আশা রাখছি।

সূচি

ইন্টারনেট থেকে আয় • ১১

সংক্ষেপে ক্লিক করে বা অ্যাপস দিয়ে ইন্টারনেট থেকে রোজগার • ১২

ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার : সফলতার চাবিকাঠি • ১৫

I need a website • ২১

ফ্রিল্যান্সিং-এর ভবিষ্যৎ কী? • ২৫

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়স • ২৬

ইংরেজি মোটামুটি পারি, আমার দ্বারা হবে কি না • ২৮

আর কী কী দক্ষতা প্রয়োজন? • ২৯

লেখাপড়া বা চাকরির পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিং • ৩২

একজন ফ্রিল্যান্সারের মাসিক আয় • ৩৩

ফ্রিল্যান্সিং শিখতে কতদিন সময় লাগতে পারে? • ৩৪

অনলাইনে যেসব কাজ করা যায় • ৩৫

যে কাজগুলো বর্তমানে বেশি প্রচলিত • ৪০

WEB DESIGN • ৪২

WEB DEVELOPMENT • ৪৫

ওয়েব ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্ট কী? • ৪৮

MOBILE APPS DEVELOPMENT • ৪৯

DESKTOP SOFTWARE DEVELOPMENT • ৫১

GRAPHIC DESIGN • ৫৪

PHOTO EDITING / CLIPPING PATH / PHO TO MANIPULATION • ৫৮

VIDEO EDITING • ৬১
SEO বা Search Engine Optimization • ৬৩
DATA ENTRY JOBS • ৬৭
ARCHITECTURE DESIGN • ৭৩
GOOGLE ADSENSE (YOUTUBE/WEBSITE/FB PAGE) • ৭৪
CARTOON বা 3D ANIMATION • ৮১
CPA MARKETING • ৮২
AFFILIATE MARKETING • ৮৬
DIGITAL MARKETING • ৮৮
DROPSHIPPING • ৮৯
কোন কাজটি শিখব • ৯৩
বয়স ও পেশা অনুযায়ী যে কাজগুলো শিখতে পারেন • ৯৭
এসব কাজ কোথায় শেখা সম্ভব • ৯৯
ইউটিউব থেকে যেভাবে শিখবেন • ১০১
কোন ট্রেনিং সেন্টার ভালো? • ১০৬
যেভাবে একজন সফল ফ্রিল্যান্সার হওয়া যায় • ১০৭
কতটুক শিখলে কাজ শুরু করা যাবে • ১০৯
ক্যারিয়ার পরিকল্পনা নিয়ে কিছু মোটিভেশন • ১১০
অন্য মানুষেরা কী ভাববে? • ১১৫
শেষ কথা • ১১৯

ইন্টারনেট থেকে আয়

ইন্টারনেট থেকে টাকা রোজগার! কথাটি শুনলে বর্তমানে কিছু মানুষ অবিশ্বাস করেন এবং কিছু মানুষ ভাবেন এটি একটি প্রতারণার ব্যবসা। আবার কিছু মানুষ দিনের পর দিন চেষ্টা করে যাচ্ছেন কীভাবে অনলাইনে আয় করা যায়। তাদের মধ্যে অনেকেই ধোঁকার শিকার হচ্ছেন বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ইনভেস্ট করে ইনকামের প্রলোভনের ফাঁদে। এভাবে অনেকেই আবার বিশ্বাসও হারাচ্ছেন এই ক্যারিয়ারের বিষয়ে।

বাংলাদেশ বর্তমানে ফ্রিল্যান্সিং-এ বিশ্বের দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে রয়েছে প্রায় ৬,৫০,০০০ ফ্রিল্যান্সার, যারা অধিকাংশই ছাত্রছাত্রী। তারা প্রতি বছরে আয় করছেন প্রায় ৫০ কোটি ডলার (বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী)। তাই আমি ওয়াদা করছি, ইনশাআল্লাহ এই বইয়ের মাধ্যমে আপনাদের ইন্টারনেট থেকে অর্থ আয় করার ভালো কিছু পদ্ধতি শেখানোর। আশা করি আপনাদের এই বইটি অনেক সহযোগিতা করবে।

সংক্ষেপে ক্লিক করে বা অ্যাপস দিয়ে ইন্টারনেট থেকে রোজগার

ক্লিক করে ইনকাম : অ্যাপস থেকে ইনকাম? হ্যাঁ আমি ঠিকই বলছি। মনে করে দেখুন, আপনিও এ রকমটিই শুনেছিলেন। ক্লিকের কাজ করে ইনকাম করা যায়। এখন বর্তমানে আবার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের (অ্যাপস) মাধ্যমে ইনকাম করা যায় বলে আমরা সবাই মোবাইল থেকে কিছু টাকা রোজগারের ধান্দায় গুগল ও ইউটিউবে অনেক অ্যাপস খুঁজি, যেগুলোকে আমরা বলি 'আর্নিং অ্যাপস'।

না! এই বইটি এসব অ্যাপস নিয়ে আলোচনা করবে না। এই বইটিতে ভালো ও খারাপ সাইড নিয়ে আলোচনা হবে এবং তারপরে আপনাদের আসল এবং স্থায়ীভাবে অনলাইনে উপার্জনের পদ্ধতি শেখানো হবে। আমি আশা করব আপনি স্কিপ করে ফ্রিল্যান্সিং চ্যাপ্টারে চলে যাবেন না।

উইকিপিডিয়া অনুসারে আনুমানিক ১৯৯৭ সালে PAID TO CLICK (PTC) নামে একটি ইনকাম পদ্ধতি শুরু করা হয় কিছু ওয়েবসাইটে। এর কয়েক বছর পর থেকে অনেক পিটিসি ওয়েবসাইট তৈরি হয়। যেমন– Neobux, Paidverts, Clixsense ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে আবার অনেক ওয়েবসাইট ছিল ভুয়া। যেখানে একটি অ্যাকাউন্ট করে প্রতিদিন কিছু সংখ্যক ক্লিক

করলে মাসে ৪০-৫০ ডলার ইনকামের সুযোগ দেওয়া হত। এবং এই অ্যাকাউন্টের সাথে অন্য অ্যাকাউন্ট রেফারেল হিসেবে দিলে ইনকাম আরও একটু বেশি হতো। আবার এই অ্যাকাউন্টে সিল্ভার, গোল্ডেন, প্লাটিনাম ইত্যাদি নামে মেম্বারশিপ প্রায় ৫-৫০০ ডলার পর্যন্ত ডিপোজিট করে অ্যাকাউন্ট করলে প্রতিদিন ইনকাম একটু বেশি হতো। এ অবস্থায় অনেকেই বেশি বেশি করে ইনভেস্ট করত বেশি উপার্জনের জন্য। এভাবে যখন চলতে থাকে তখন কিছু ওয়েবসাইট মানুষের টাকা এভাবে নিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ হয়ে যায় প্রতারণার শিকার আর এভাবেই আপনারাও বিশ্বাস হারিয়েছেন। যা-ই হোক, বর্তমানে অ্যাপস-এর ইনকামের ব্যাপারটিও প্রায় একই। অ্যাপস সম্পর্কে বেশিকিছু লিখতে ইচ্ছুক নই। কারণ আমি একজন এক্সপার্ট হয়ে এক লাইনে বলতে চাই 'বর্তমানে অধিকাংশ অ্যাপস-এর ইনকামের ধান্দা মানে লেখাপড়া নষ্ট ছাড়া আর কিছু না'। একজন ফ্রিল্যান্সার হতে গেলে, ল্যাপটপ বা কম্পিউটার অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে।

যদিও ইউটিউবে অনেক ভিডিওতে দেখা যায় যে অমুক অ্যাপস দিয়ে ভিডিও ভিউ করে, ক্লিক করে, শেয়ার করে ইত্যাদি করে দিনে এত টাকা বিকাশে ইনকাম করুন ইত্যাদি। এসব কিছু সত্য, কিছু ভুয়া। আর যেসব অ্যাপস থেকে আসলে কিছু টাকা দেয়। সেগুলো দিয়ে আপনার মেগাবাইট কেনার টাকাও উঠবে না বরং যে সময়টা যাবে সে সময়টা লেখাপড়া করলে তার থেকে লাখো গুণ লাভবান হবেন। এই বইয়ে সম্পূর্ণভাবে ক্যারিয়ার নিয়ে আলোচনা হবে।

আমার লাইফে আমি এধরনের কোনো অ্যাপসকে ২-৪ বছর টানা পেমেন্ট করতে দেখিনি। এমনকি মাসে অন্তত ৫০ ডলার ইনকামের প্রমাণও পাইনি। আপনি যদি আসলেই লেখাপড়ার

পাশাপাশি ভালো অ্যামাউন্টের অর্থ উপার্জন করতে চান এবং ভবিষ্যতে সফল হতে চান, তবে বইটিতে মনোযোগী হন। কথা দিচ্ছি সফলতা আসবেই ইনশাআল্লাহ। অহেতু সময় নষ্ট করার কোনোই প্রয়োজন নেই।

সুতরাং কোনো অ্যাপস আপনাকে ক্যারিয়ার গড়ে দিতে পারবে না। অনলাইনে ক্যারিয়ার গড়তে গেলে নিজের হাতে এবং ব্রেইন খাটিয়ে কাজ করতে হবে। আর যে কাজটি করবেন সেটি অবশ্যই আপনার শেখা কোনো কাজ হতে হবে। এমন নয় যে শুধু ক্লিক করলাম আর টাকা ব্যাংকে ঢুকল।

সুতরাং চলুন, আপনাদের শেখাই কীভাবে ফ্রিল্যান্সিং করে সফল হওয়া যায়, কীভাবে চিরদিন আয় করতে পারবেন।

ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার : সফলতার চাবিকাঠি

ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং

আমরা অনেকেই ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং-এর নাম শুনেছি। কিন্তু দুইটির মধ্যে পার্থক্য কী তা ঠিকমতো অনেকেই জানি না। সুতরাং ফ্রিল্যান্সার হওয়ার জন্য প্রথমেই আমাদের "ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং"-এর ব্যাপারটি ভালোমতো জানতে হবে।

আউটসোর্সিং কী?

সহজ ভাষায় বলতে গেলে, আউটসোর্সিং এমন একটি কাজকে বোঝায় যেখানে একজন ব্যক্তি যখন কোনো একটি কাজ নিজের নিজে বা অফিসের কাজ অফিসের কর্মচারী দিয়ে না করিয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অন্য কাউকে দিয়ে করিয়ে নেয় তখন সেটি হয়ে যায় 'আউটসোর্সিং' অর্থাৎ তার কাজটি সে অন্য কাউকে বা অন্য একটি উৎসের মাধ্যমে করিয়ে নিল।

ফ্রিল্যান্সার (Freelancer) বলতে কী বোঝায়?

Freelancer (মুক্ত পেশাজীবী) শব্দটি এসেছে ফ্রিল্যান্সার Freelancer (Sel-Employed) থেকে এবং যিনি Freelance Job করেন তাকেই Freelancer (মুক্ত পেশাজীবী) বলা হয়। অর্থাৎ এমন একজন পেশাজীবি যার সাধারণ অফিস কর্মকর্তাদের মতো কোনো অফিস নেই। তার পেশায় তিনি স্বাধীন। এমন পেশাই ফ্রিল্যান্সিং।

ফ্রিল্যান্সিং (Freelancing) কী?

আমার ভাষায় ফ্রিল্যান্সিং বলতে এমন একটি কাজকে বোঝায় যেখানে একজন মানুষ কম্পিউটার বা ল্যাপটপের সাথে ইন্টারনেট কানেকশন দিয়ে ঘরে-বাইরে, মাঠেঘাটে যে-কোনো এক জায়গায় বসে ফাইল আদান-প্রদানের মাধ্যমে কোনো একটি কাজ করে দেয়। তখন সেটাকে ফ্রিল্যান্সিং বোঝায়। এক্ষেত্রে এখানে যিনি কাজ করছেন আর যার কাজ করে দিচ্ছেন তাদের দূরত্ব যদি এক রুম থেকে আরেক রুমে হয়, ঠিক তখনো তাকে ফ্রিল্যান্সিং বলে বিবেচিত করা যাবে। এটি এমন কোনো বিষয় নয় যে ফ্রিল্যান্সিং মানেই শুধু আমার দেশ থেকে অন্য আরেক দেশের মানুষের সাথে কাজ করাকে বোঝায়।

সুতরাং সহজেই বোঝা যায় ফ্রিল্যান্সার তাদেরই বোঝায় যারা অন্য একজনের কাজ কম্পিউটার বা ল্যাপটপের সাথে ইন্টারনেট কানেকশন দিয়ে ফাইল আদান-প্রদানের মাধ্যমে করে দেয় আর আউটসোর্সার বলতে তাকেই বোঝায় যিনি কাজটি একজন ফ্রিল্যান্সারকে দিচ্ছেন। তাই বলা যায়, যিনি কাজ দিচ্ছেন তিনি আউটসোর্সিং করছেন, আর যিনি কাজ করছেন তিনি ফ্রিল্যান্সিং করছেন।

ফ্রিল্যান্সিং করলে কী ধরনের কাজ করতে হয়?

আমাদের অনেকেরই মাঝে প্রশ্ন থাকে যে আসলে কী ধরনের কাজ করে ইন্টারনেট থেকে ফ্রিল্যান্সাররা আয় করে। অনেকেই ভাবে একটি অ্যাকাউন্ট লাগে, অ্যাকাউন্ট করে কী যেন কাজ করতে হয়! আসলে তথ্যটি পুরোপুরি সঠিক নয়। একজন ফ্রিল্যান্সার আরেজন অফিসের কর্মজীবীর মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই। কেমন? ধরুন একজন ভিডিও এডিটর বাংলাদেশের একটি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি করেন এবং মাসে ৫০ হাজার টাকা বেতন

পান এবং তিনি সময় মতো অফিসে যান ও আসেন। এখানে তাকে কিছু নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়।

অন্যদিকে যদি ফ্রিল্যান্সার-এর কথা বলি, তবে দেখুন ব্যাপারটির সাদৃশ্য কতটুকু।

একজন ভিডিও এডিটর কখনোই অফিসে যান না কিন্তু তিনিও ৫০ হাজার টাকা মাসে ইনকাম করেন। তাকে বিভিন্ন দেশের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি থেকে প্রতি সপ্তাহে একটি করে মুভি বা নাটক এডিট করার জন্য ভিডিও পাঠানো হয় আর তিনি এডিট করে পুনরায় সেন্ড করে টাকাটা ব্যাংকে নিয়ে নেন। এক্ষেত্রে তিনি একজন ফ্রিল্যান্সার। তাহলে আমরা জানতে পারলাম যে এই ফ্রিল্যান্সিং-এর কাজ আমরা সব জায়গায় দেখি।

একটি ব্যাংকে যিনি হিসাব করেন, তিনি তো অবশ্যই কম্পিউটারে বসে হিসাব করেন এবং সেটি ইন্টারনেটে বসে করেন। একজন হিসাবকারীও তার এই দক্ষতা দিয়ে ফ্রিল্যান্সিং-এর মাধ্যমে টাকা ইনকাম করতে পারেন।

একজন আর্কিটেকচার ডিজাইনার যিনি সুন্দর সুন্দর বাড়ির নকশা তৈরি করে দেন, তিনিও বিদেশি কোনো মানুষের বাড়ির ডিজাইন তৈরি করে দিয়ে ডলার ইনকাম করতে পারেন।

একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার যে-কোনো বিদেশি মানুষের সফটওয়্যার তৈরি করে দিয়ে তার ব্যাংকে মূল্যটা নিতে পারেন।

ঠিক এভাবেই ফ্রিল্যান্সাররা আসলে তাদের এইসব দক্ষতা দিয়ে বাংলাদেশে চাকরি না করে বিদেশিদের কাজ করে এবং ভালো অ্যামাউন্টের ডলার উপার্জন করে, একটি স্বাধীন জীবন যাপন করেন। আর তাই এটি একটি স্বাধীন পেশা বলা হয়। আশা করা যায় আপনি পুরোপুরি ক্লিয়ার হতে পেরেছেন যে ফ্রিল্যান্সিং-

এর কাজ সেগুলোই, যেগুলো বাংলাদেশের বা বাইরের কোম্পানিতে কর্মচারীরা কম্পিউটারে বসে করেন। আর অবশ্যই বিভিন্ন কোম্পানিতে বিভিন্ন দক্ষতার মানুষ বিভিন্ন কাজ কম্পিউটারে করেন। সবাই কিন্তু হিসাবপত্র নিয়ে থাকে না। কেউ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, কেউ আর্কিটেকচার, কেউ ভিডিও এডিটর, কেউ ফটো এডিটর, কেউ গ্রাফিক্স ডিজাইনার, কেউ লোগো বা মনোগ্রাম ডিজাইনার, বিজনেস/ভিজিটিং কার্ড ডিজাইনার, কেউ মার্কেটার ইত্যাদি।

সুতরাং, আপনি আইসিটি বিষয়ে যে-কোনো অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়ে বাংলাদেশের কোনো কোম্পানিতেও চাকরি করতে পারেন অথবা ফ্রিল্যান্সিংও করতে পারেন। ব্যাপারটি পুরোটাই আপনার ওপর নির্ভর করে। এমন কি আপনি একই দক্ষতা দিয়ে বাংলাদেশেও কোনো কোম্পানিতে চাকরি করতে পারেন এবং বাড়িতে এসে বিদেশি বায়ারেরও কাজ করে আয় করতে পারবেন।

ফ্রিল্যান্সিং-এর কাজ যেভাবে সম্পন্ন হয়

এবারের অংশে আপনি জানবেন ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ে সব ধরনের অভিজ্ঞতা থাকার পরে দৈনন্দিকভাবে কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হয়।

বর্তমানে আমরা ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, নিউজ ওয়েবসাইটে বেশি সময় দিয়ে থাকি। এর বাইরে আরও অনেক কিছুই আছে, যা আমাদের মধ্যে অধিকাংশই জানি না। আপনি যদি এখন ফেসবুকে ঢোকেন তবে হয়তো আপনি অনেক স্ট্যাটাস, নোটিফিকেশন, অনলাইন ফ্রেন্ডস পাবেন। তাদের মেসেজ করতে পারেন, চ্যাট করতে পারেন।

কিন্তু আপনি জানেন কি এই ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের মতো আরও হাজারও ওয়েবসাইট আছে, ফেসবুকের মতোই লাখ লাখ মানুষ সেখানে অ্যাকাউন্ট করে এবং অনলাইন থাকে, চ্যাট করি, ছবি সেন্ড করি, কমেন্ট করি ইত্যাদি করে। কিন্তু সেখানে এগুলো করলে টাকা ইনকামের অপশন থাকে। আপনি হয়তো চমকে গেলেন এবং ভাবছেন যে অই ওয়েবসাইটগুলোতেও অ্যাকাউন্ট করতে হবে এবং আড্ডা দিতে হবে।

একদমই ভুল। ফেসবুক যেমন একটি সামাজিক মাধ্যম, প্রথম আলো যেমন একটি নিউজ পেপার, এমাজন/আলি এক্সপ্রেস/দারাজ ডট কম যেমন অনলাইন শপিং ওয়েবসাইট এবং প্রোডাক্ট সেল হয়, ঠিক তেমনি এমন কিছু ওয়েবসাইট আছে, যেখানে আপনার সেবা বা সার্ভিস আপনি সেল করতে পারবেন। সেবা বা সার্ভিস বলতে আপনার কাজের দক্ষতা সেল করা। যেমন আপনি ফটো এডিটিং করতে পারেন। আপনি যদি কাউকে ফটো এডিট করে দিতে পারেন তবে তিনি আপনাকে টাকা দিবেন। ঠিক এটি করলেন মানে আপনি আপনার সার্ভিস সেল করলেন।

তাই এসব কমন ওয়েবসাইট বাদ দিয়ে আরও কিছু ওয়েবসাইট আছে, যেখানে আপনি ফ্রিল্যান্সিং-এর কাজ করে দিতে পারবেন এবং এগুলোকে বলা হয় ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস।

যেমন :

www.fiverr.com
www.upwork.com
www.freelancer.com ইত্যাদি

এবার চলুন আপনাকে এই কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে একটি ধারণা দেয়া যাক :

আপনি যেমন ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। ঠিক তেমনি ফ্রিল্যান্সিং করার জন্য আপনি www.freelancer.com এ অ্যাকাউন্ট করতে পারবেন। (এসব বিষয় নিয়ে পরবর্তীতে আরও ভালো করে আলোচনা হবে)।

আপনি ফেসবুকে কাউকে মেসেজ দিতে পারেন, ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসেও মেসেজ দেওয়া যায়, ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়া যায়, কিন্তু সেটি আসলে স্ট্যাটাস নয়, সেটিকে আমরা সাধারণ চাকরির "সার্কুলার" হিসেবে ধরে নিতে পারি। আমরা যেমন ফেসবুকে কমেন্ট করে তার স্ট্যাটাস সম্পর্কে মন্তব্য করতে পারি। আর এই মন্তব্য ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে "কাজ করার আবেদন" হিসেবে ধরে নেয়া যায়। এক্ষেত্রে জব সার্কুলার ফ্রিল্যান্সাররা খুব একটা দেয় না। জব সার্কুলার বিভিন্ন বায়াররা দিয়ে থাকেন, আর ফ্রিল্যান্সাররা সেখানে আবেদন করে থাকেন। ঠিক তেমনি ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসের একটি জব সার্কুলার-এর নমুনা দেখে নেওয়া যাক ।

I need a website

Hey! I need a website. The website will be an E-Commerce Website. If you want to know about the structure, demo or layout. It's simple. It will be similar to Amazon.com or Daraz.com. I need this done within 14 days. Thanks

Budget: $1500
Duration: 2 Weeks

ঠিক এ ধরনের একটি করে প্রতিদিন লাখ লাখ টাইটেল এবং ডেস্ক্রিপশন ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে স্ট্যাটাসের মতো পোস্ট হতেই থাকে। এবার এ ধরনের পোস্ট দেখে একজন ফ্রিল্যান্সার সেখানে আবেদন করার একটি অপশন পান এবং সেই অপশনে গিয়ে আবেদন লিখেন। আবেদনটির একটি নমুনা দেওয়া হলো :

বি. দ্র. : যে আবেদনটি দেওয়া হয়েছে এটি পুরোপুরি কপি ব্যবহার করা যাবে না। কারণ ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে এক একটি আবেদনের জন্য এক-এক রকমভাবে লিখতে হবে। তবে এখানে আসলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আপনি কারো কাজ করে দিতে ইচ্ছুক এবং আপনার কী কী অভিজ্ঞতা আছে এসব সম্মানের সাথে লিখে আবেদন করলেই হবে।

যেমন–

Dear Hiring Manager,

Thanks for posting the project. I have gone through your description & I believe that my skills are ideal for this project.

Over the last 8 years I have been working as a Senior Web Developer and developed many E-Commerce websites.

I have the following skills:

HTML5, CSS3, PHP, JAVASCRIPT, JQUERY, BOOTSTRAP, WORDPRESS THEME & PLUGIN DEVELOPMENT ETC.

On the other hand I can speak in English fluently which will make our communication easy.

Looking forward to hearing from you soon.

Sincerely
Nasim

মোটামুটি এভাবে গুছিয়ে সম্মানের সাথে লিখে বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন ফ্রিল্যান্সাররা সেই সার্কুলার বা প্রজেক্টে আবেদন করেন। এই আবেদনকে বলা হয় "বিড" অর্থাৎ ফ্রিল্যান্সাররা সেই প্রজেক্টে বিড করেন। এরপর যিনি প্রজেক্ট পোস্ট করেছেন তিনি যদি হন নিউইয়র্ক থেকে আর বাকি ফ্রিল্যান্সাররা যদি হয় অন্যান্য দেশ থেকেন। তখন সময় না মিলার কারণে অনেকেই ঘুমিয়ে থাকেন। তো যারা জেগে থাকেন তারা আবেদন করেন। বায়ারটি কিছুক্ষণ পরে বা কয়েক ঘণ্টা পরে বা একদিন পরে হলেও আবেদনগুলো চেক করেন। ঠিক যেমন আমরা ফেসবুকে নোটিফিকেশন চেক করি অনেকটা সেরকমই। বায়ারটি চেক

করার সময় যদি কারো আবেদন পড়ে ভালো লাগে, বিশ্বস্ত মনে হয়, তখন তাকে মেসেজ করেন। এক্ষেত্রে বায়ার-এর আগে কোনো ফ্রিল্যান্সার তাকে মেসেজ করতে পারবেন না। এই অপশনটি সেখানে থাকে না। নয়তো সবাই মেসেজ দিয়ে ইনবক্স ফুল করে ফেলবেন। তাই ওয়েবসাইট কর্তৃপক্ষ এই সুযোগ রাখেননি। বায়ার ম্যাসেজ দেওয়ার পরে যদি দেখেন যে সেই ফ্রিল্যান্সার অনলাইনে নেই বা তার দেশে তখন রাত ৩টা সে ঘুমাচ্ছেন। তাহলে বায়ারটির ইচ্ছে হলে অপেক্ষা করেন উত্তরের জন্য; আর নয়তো সে আরেকজনকে মেসেজ দেন যিনি অনলাইনে রয়েছেন।

'আর এ কারণেই বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সাররা একটু রাত বেশি জাগে প্রজেক্টের আশায়।'

এরপরে বায়ার ও ফ্রিল্যান্সার মিলে বিস্তারিত কথাবার্তা বলেন মেসেজে। সবকিছু ঠিক থাকলে বায়ার প্রজেক্টটি ফ্রিল্যান্সার-এর কাছে হ্যান্ডওভার করে দেন সেই মার্কেটপ্লেসের মাধ্যমে এবং প্রজেক্টের টাকা জামানোত হিসেবে মার্কেটপ্লেসের কর্তৃপক্ষকে দিয়ে দেন (Third Party)। তবে প্রতারণার ভয় থাকে না এবং সেখানে বাকি ফ্রিল্যান্সারদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায় যে কাঙ্ক্ষিত প্রজেক্টটি অমুকের কাছে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে।

বায়ার যে টাইম দেয় ফ্রিল্যান্সার চাইলে সেই টাইমের মধ্যেই কাজ শেষ করে ফেলতে পারে বা তার আরও সময় প্রয়োজন হলে চেয়ে নিতে পারে। কিন্তু বায়ার-এর খুব আর্জেন্ট হলে আর কিছু করার থাকে না; ফ্রিল্যান্সারকে সে কাজটি সম্পন্ন করতেই হবে, অন্যথায় প্রজেক্ট কেনসেল হবে এবং মার্কেটপ্লেস কর্তৃপক্ষ জামানোতের টাকা বায়ারকে ফেরত দিয়ে দেবেন।

কাজ শেষ করার পর ফ্রিল্যান্সারকে বায়ার সেই মার্কেটপ্লেসের মাধ্যমে ডলার দিয়ে দেন এবং মার্কেটপ্লেস থেকে টাকা WITHDRAW বা ট্রান্সফার করতে গেলে ফ্রিল্যান্সার তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট প্রদান করে সাবমিট করে। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সেই ডলার টাকায় কনভার্ট হয়ে ফ্রিল্যান্সারের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ডিপোজিট হয়ে যায়। ব্যস, এভাবেই কাজগুলো সম্পন্ন হয়ে থাকে।

ফ্রিল্যান্সিং-এর ভবিষ্যৎ কী?

ফ্রিল্যান্সিং-এর ভবিষ্যৎ এক কথায় অনেক ভালো। কারণ যত দিন যাচ্ছে পৃথিবী ততই উন্নত হচ্ছে। মানুষের বিভিন্ন রকম চাহিদা বাড়ছে। বিভিন্ন নতুন নতুন কোম্পানি গঠন হচ্ছে। নতুন নতুন প্রোডাক্ট আসছে। যেসব জিনিসের সাথে রয়েছে আইসিটির গভীর সম্পর্ক। এখন আইসিটি ছাড়া যেহেতু কোনো কোম্পানিকে কল্পনা করা যায় না, ঠিক তেমনি সেই কোম্পানির অনেক কাজকর্ম করার জন্য মানুষের প্রয়োজন হবে। আর কোম্পানিগুলো তাদের পে-আউট বা কর্মচারীদের স্যালারি যা দিয়ে থাকে তা কমানোর জন্য আউটসোর্স করে ফ্রিল্যান্সারদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন দিনের পর দিন।

এভাবে যত দিন যাচ্ছে তত বেশি ফ্রিল্যান্সার তৈরি হচ্ছে এবং বায়ারের সংখ্যা বাড়ছে। তাই বর্তমানে কিন্তু কমপিটিশন অনেক বেশি এবং আগের মতো আর এই ব্যাপারটি সহজ নেই। ভালো স্কিলওয়ালা মানুষের অভাব নেই এই পৃথীবিতে এখন। তাই আপনাকে নিজের স্কিলকেও খুব ভালোভাবে ডেভেলপ করে নিতে হবে। নয়তো অল্প কিছু স্কিল ডেভেলপ করে ফ্রিল্যান্সিং পেশায় আসতে গেলে আপনি দু-দিনেই ঝরে পড়বেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়স

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়স নিয়ে অনেকের চিন্তা রয়েই যায় যে, ফ্রিল্যান্সিং করতে গেলে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়সের তারতম্য কোনো প্রভাব ফেলবে কি না অথবা ১৮ বছরের নিচে হলে ফ্রিল্যান্সার হওয়া যাবে কি না ইত্যাদি। এর জন্য ছোট্ট করে বলতে হয়, ফ্রিল্যান্সিং যেহেতু আপনাকে কোনো অফিসে গিয়ে চাকরি করতে বলে না, সেহেতু এখানে সার্টিফিকেট দিয়ে ইন্টারভিউ-এর কোনো দরকার হয় না। এখানে প্রয়োজন হয় কাজের দক্ষতা। আর যদি বয়সের কথা বলি তবে এখানেও কোনো নির্ধারিত বয়স নেই। আপনি যদি ১৮ বছরের নিচে হয়ে থাকেন, ভোটার আইডি কার্ড বা পাসপোর্ট কিছুই না থাকে। তবে আপনার ফ্রিল্যান্সিং করার জন্য যে সমস্ত ডকুমেন্টস প্রয়োজন সেগুলো নিজের বাবা-মা অথবা ভাই-বোনের ডকুমেন্টস ব্যবহার করলেই চলবে। কাজ আপনি নিজেই করবেন। শুধু নিবন্ধন তাদের নামে হবে। এক্ষেত্রে কোনো প্রকার সমস্যা হবে না।

কিন্তু আপনি তো ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কোনো একজন ব্যক্তির সাথে অনলাইনে যোগাযোগ করবেন অর্থাৎ আপনাকে দিয়ে যে কাজ করিয়ে নেবেন তিনি হতে পারেন বাংলাদেশি, হতে পারেন ইন্ডিয়ান, হতে পারেন আমেরিকান– তাহলে ভাবুন তো যে মানুষটির সাথে কাজ করবেন তার সাথে অবশ্যই আপনার ম্যাসেজ/কাভারসেশন হবে, তাই না? যদি আপনি হিন্দি জানেন

তবে ইন্ডিয়া থেকে হলে আপনি হিন্দিতে কথা বলতে পারবেন, আর বাংলাদেশি হলে বাংলায় এবং অ্যামেরিকান হলে তো ইংরেজি ছাড়া কোনো কথাই নেই। প্রকৃতপক্ষে অনলাইনের কাজগুলো ইউরোপিয়ান, আমেরিকানরা বেশি করতে দেয় আর তাদের ভাষাটাও ইংরেজি।

অতএব ইংরেজি ছাড়া আপনি ফ্রিল্যান্সিং শুরু করতে পারবেন না। কিন্তু কাজ শেখা শুরু করতে পারেন। পাশাপাশি ইংরেজি ভাষাও পরিচর্চার মাধ্যমে কাজ শেখা শেষ হতে না হতেই ইংরেজিতে ভালোভাবে লিখতে, পড়তে ও বুঝতে হবে। স্পিকিং করতে পারলে সুবিধা বেশি পাওয়া যায়।

ইংরেজি মোটামুটি পারি, আমার দ্বারা হবে কি না

আপনি হয়তো ভাবছেন আপনি ইংরেজিতে খুব বেশি দক্ষ নন। মোটামুটি লিখতে পারেন কিন্তু বলতে গেলে আটকে যান। সমস্যা নেই লিখতে পারলে চলবে। কিন্তু আপনাকে ছোট্ট একটি উদাহরণ দিলে হয়তো বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে।

ধরুন আপনি উত্তরবঙ্গের, আর চাকরি করছেন দক্ষিণবঙ্গের একটি অফিসে, যেখানে তারা আঞ্চলিক ভষায় কথা বলে। তবে আপনি যদি উত্তরবঙ্গের ভাষা ব্যবহার করেন তবে কি অফিসের কর্মচারীরা বা মালিক ঠিকমতো বুঝতে পারবে? হ্যাঁ কিছুটা বুঝতে পারবে, কিন্তু পুরোটা বুঝতে অনেক সময় নষ্ট হবে এবং এখানে ঝামেলা সৃষ্টি হবে।

ঠিক এভাবেই ভাবুন, ইউরোপিয়ান, আমেরিকান 'টাইম ইজ মানি' ভাবেন। আর তারা কী চাইবে আপনার সাথে একটি কাজ নিয়ে কনভারসেশনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নষ্ট করতে? বাংলাদেশ ও ইন্ডিয়াতে দক্ষ ভাষা জানা মানুষের অভাব নেই। তাই কোনো রকম ফাঁকি দিয়ে এই কাজ শিখতেও পারবেন না, কাজ করতেও পারবেন না। সুতরাং আজ থেকেই ইংরেজি পরিচর্চা করা শুরু করে দিন। এটি আপনার ভবিষ্যতেও অনেক কাজে আসবে। শুধু ফ্রিল্যান্সিং-এর জন্য নয়।

বর্তমানে ভালো ক্যারিয়ারের জন্য ইংরেজির গুরুত্ব আপনিই ভালো জানেন।

আর কী কী দক্ষতা প্রয়োজন?

ধরুন আপনি ইংরেজি ভালো জানেন। তাহলে কি আপনি ফ্রিল্যান্সিং করতে পারবেন? হ্যাঁ অবশ্যই কিন্তু ছোট্ট একটি প্রশ্ন নিজেকে করুন :

ধরুন আপনি একটি বাইক কিনেছেন, কিন্তু ড্রাইভিং জানেন না। কীভাবে গিয়ার প্রেস করে কীভাবে নিউট্রাল করে, কীভাবে লাইট জ্বালাতে হয়, কীভাবে হার্ড ব্রেক ধরতে হয় ইত্যাদি আপনি জানেন না। এ অবস্থায় আপনি কি বাইকটি চালাতে পারবেন? আপনার উত্তর অবশ্যই 'না' হবে।

সুতরাং, আপনি যে মেশিন দিয়ে কাজ করবেন সে মেশিন সম্পর্কে আপনার ভালো ধারণা থাকতে হবে। আপনি কাজ করবেন কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটে, তবে অবশ্যই আপনাকে কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের হাফেজ হতে হবে। কম্পিউটারে ফাংশন জনিত কোনো সমস্যা হলে আপনি যদি অন্য কারো কাছে দৌড়ান বা ফেসবুক অ্যাকাউন্টের সমস্যা হলে আপনি যদি আরেকজনের কাছে হেল্প-এর জন্য দৌড়ান, তবে আপনার জন্য ফ্রিল্যান্সিং নয়। ফ্রিল্যান্সিং তার জন্য যে আপনার এসব সমস্যা সমাধান করার অভিজ্ঞতা রাখেন।

সুতরাং এমন কোনো মেজর সমস্যা হলে আপনি যেন নিজেই সেটির সমাধান করতে পারেন এ রকম দক্ষতা থাকতে হবে। যদি

– সমস্যাটি কোনো রকমই সমাধান না হয় তবে হয়তো রিপেয়ারার-এর কাছে নিয়ে যেতে হবে।

তারপরেও বেসিক যেসকল বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে সেগুলোর লিস্ট নিচে দেওয়া হলো :

১. কম্পিউটার চালু ও বন্ধ করতে জানতে হবে।

২. কম্পিউটারের মাইক্রোসফ্ট অফিস প্রোগ্রামের বিষয়গুলো সব জানতে হবে। (এক্ষেত্রে আপনি কম্পিউটারের জন্য ৬ মাসের একটি প্রশিক্ষণ নিতে পারেন।)

৩. টাইপিং স্পিড ভালো থাকতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো স্পেসিফিক স্পিড নেই। যত ভালো করতে পারবেন ততই ভালো।

৪. সফটওয়্যার ইন্সটল ও রিমুভ করা জানতে হবে।

৫. ইন্টারনেট ব্রাউজিং সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে।

৬. কম্পিউটার ও ইন্টারনেট জনিত কোনো সমস্যায় পড়লে বা আপনি কোনো একটি জিনিস করতে পারছেন না, সেটির জন্য আপনার ফ্রেন্ডের কাছে হেল্প না চেয়ে গুগলে সার্চ করে সমস্যাটি সমাধানের জ্ঞান থাকতে হবে।

৭. উইন্ডোজ ইন্সটল করতে জানতে হবে।

৮. কোনো ফাংশনে সমস্যা হলে সমাধান করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৯. কম্পিউটারে সফটওয়্যারজনিত কোনো সমস্যা হলে গুগলে সার্চ করে সমাধান করার জ্ঞান থাকতে হবে।

এখানে মোটামুটি যেসব লিস্ট দেওয়া হয়েছে এসব জানার পাশাপাশি ছোট্ট একটি উদাহরণ পেলে আপনি আরও পরিষ্কার হতে পারবেন। আপনি যদি একটি স্মার্ট-ফোন ব্যবহার করে

থাকেন, তবে ঐ ফোনের প্রায় ৮০% ফাংশন সম্পর্কে আপনি জানেন। আর ঠিক মোবাইলটি আপনি যেভাবে ব্যবহার করতে জানেন। কোনোকিছু বের করতে বা ইন্টারনেট ব্রাউজিং করতে কোনো সমস্যা হলে আপনি নিজেই সমাধান করেন। ঠিক সেভাবেই আপনাকে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।

অন্যদিকে আপনি যদি শুধু ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার ইত্যাদি নিয়েই পড়ে থাকেন তবে আপনি অনেক পিছিয়ে। আপনাকে আরও ডিজিটাল হতে হবে। শুধু এসব মানেই ডিজিটাল নয়, আপনাকে আরও জানতে হবে, যেমন আপনি একটি অপরিচিত ওয়েবসাইটে ভিজিট করার পরে ওয়েবসাইটটি রিসার্চ করে জানতে পারেন সেটি কোন ওয়েবসাইট, কোন কোম্পানির ওয়েবসাইট, এখানে অ্যাকাউন্ট খোলা যায় কিনা, অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে কী কী তথ্য প্রয়োজন হয় ইত্যাদি। আপনাকে সর্বোপরি কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সম্পর্কে খুবই চালু ও দক্ষ হতে হবে।

লেখাপড়া বা চাকরির পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিং

আমাদের অনেকেই আছি চাকরিজীবী অনেকেই আছি ছাত্রছাত্রী। সবারই একটি কৌতূহল থাকে যে চাকরির বা লেখাপড়ার পাশাপাশি এই পেশায় আসা যাবে কি-না।

হ্যাঁ অবশ্যই আপনি চাকরি বা লেখাপড়ার পাশাপাশি এই পেশায় আসতে পারেন। এটি আপনার একটি বাড়তি ইনকাম জোগাতে সহায়তা করবে। তবে অবশ্যই আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে লেখাপড়া বা চাকরির মধ্যে এই ফ্রিল্যান্সিং-এর জন্য যেন ব্যাঘাত না ঘটে। আপনি কোন ক্লাসে পড়েন অথবা কোন চাকরি করেন সেটি এখানে মুখ্য বিষয় নয়। এই বইটিতে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সেগুলো আপনার মাঝে থাকলেই আপনি ফ্রিল্যান্সিং করতে পারবেন।

একজন ফ্রিল্যান্সারের মাসিক আয়

আমরা অধিকাংশ মানুষই আগে এই প্রশ্ন করে থাকি যে ফ্রিল্যান্সিং করে মাসে কত টাকা আয় করা সম্ভব। এই প্রশ্নের উত্তর শুনলে হয়তো কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। সত্যিকার অর্থে একজন ফ্রিল্যান্সার মাসে ১০০০ টাকা থেকে শুরু করে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করতে পারেন। আবার তিনি যদি টিম নিয়ে কাজ করেন তাহলে সেটা আরও দিগুণ হতে পারে। কিন্তু একা কাজ করলে অন্তত ১০,০০০ টাকা থেকে শুরু করে ৪-৫ লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করা সম্ভব। আর তার জন্য অবশ্যই সময়ের প্রয়োজন রয়েছে এবং পরিশ্রমের প্রয়োজন রয়েছে।

ফ্রিল্যান্সিং শিখতে কতদিন সময় লাগতে পারে?

এটি একটি ভুল প্রশ্ন। কেন? কারণ ফ্রিল্যান্সিং একটি পেশা। এটাকে শেখা যায় না। বলতে হবে যে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে আমি যে কাজটি করব সেটি শিখতে কতদিন সময় লাগতে পারে? তবে এখানে আপনাকে নির্বাচন করতে হবে কোন কাজটি আপনি শিখতে ইচ্ছুক।

আবার কোন কাজটি আপনি শিখতে ইচ্ছুক এটি জানতে গেলে আপনাকে জানতে হবে কী কী কাজ অনলাইনের মাধ্যমে করে টাকা ইনকাম করা যায়। তার আগে "শিখতে কতদিন লাগবে" এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। এক-এক ধরনের কাজ বিভিন্ন সময় ধরে শিখতে হয়। আপনি কোন কাজটি করবেন সেটি আগে জানা প্রয়োজন এবং সেই কাজের ভবিষ্যৎ কি তা-ও জানা প্রয়োজন।

সুতরাং এই বইয়ের মাধ্যমে আমি আপনাকে স্টেপ বাই স্টেপ নিয়ে যাব। আপনি হয়ে যাবেন জিরো থেকে হিরো।

অনলাইনে যেসব কাজ করা যায়

অনলাইনে ইনকামের জন্য যেসব কাজ করা যায়, সেগুলো লিস্ট করলে অনেক ক্যাটাগরি পাওয়া যায়। প্রায় কয়েকশ ক্যাটাগরি রয়েছে জনপ্রিয় ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস আপওয়ার্ক, ফ্রিল্যান্সার, ফাইভার, পিপল পার আওয়ার ইত্যাদিতে।

কিন্তু তারপরও যারা নতুন তাদের একটু প্রশ্ন থেকেই যায়— "কোন কাজটি করলে সফল হওয়া যাবে, কোন কাজে বেশি আয় হবে, কোন কাজ সহজ ইত্যাদি ইত্যাদি।"

চলুন কিছু ভালো স্কিলের লিস্ট দেখে নেই :

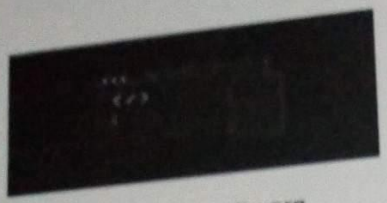

Web, Mobile & Software Dev

Desktop Software Development Freelancers

Ecommerce Development Freelancers

Game Development Freelancers

Mobile Development Freelancers

Product Management Freelancers

QA & Testing Freelancers

Scripts & Utilities Freelancers

Web Development Freelancers

Web & Mobile Design Freelancers

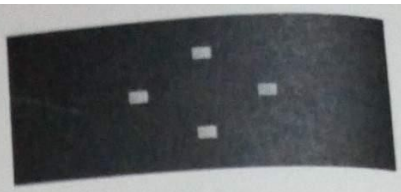

IT & Networking

Database Administration Freelancers

ERP / CRM Software Freelancers

Information Security Freelancers

Network & System Administration Freelancers

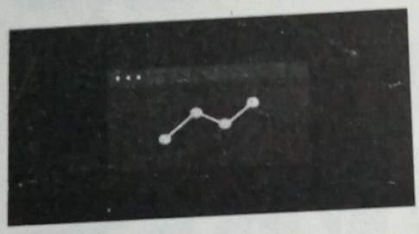

Data Science & Analytics

A/B Testing Freelancers

Data Visualization Freelancers

Data Extraction / ETL Freelancers

ata Mining & Management elancers

chine Learning Freelancers

ntitative Analysis elancers

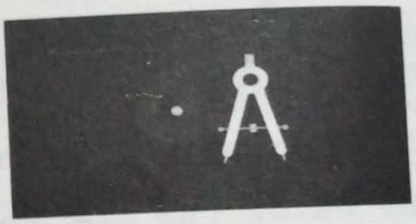

Engineering & Architecture

3D Modeling & CAD Freelancers

Architecture Freelancers

Chemical Engineering Freelancers

Civil & Structural Engineering Freelancers

Contract Manufacturing Freelancers

Electrical Engineering Freelancers

Interior Design Freelancers

Mechanical Engineering Freelancers

Product Design Freelancers

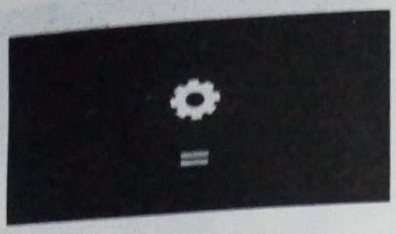

Design & Creative

Animation Freelancers

Art & Illustration Freelancers

Audio Production Freelancers

Brand Identity & Strategy Freelancers

Graphics & Design Freelancers

Logo Design & Branding Freelancers

Motion Graphics Freelancers

Photography Freelancers

Presentations Freelancers

Video Production Freelancers

Voice Talent Freelancers

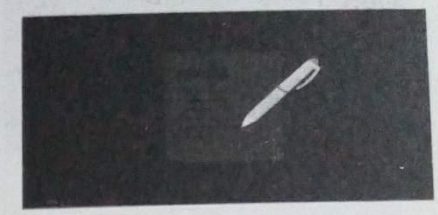

Writing

Academic Writing & Research Freelancers

Article & Blog Writing Freelancers

Copywriting Freelancers

Creative Writing Freelancers

Editing & Proofreading Freelancers

Grant Writing Freelancers

Resumes & Cover Letters Freelancers

Technical Writing Freelancers

Web Content Freelancers

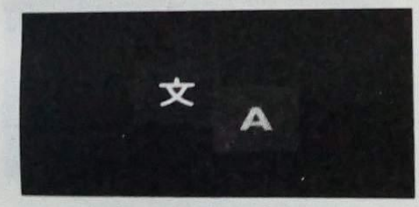

Translation

General Translation Freelancers

Legal Translation Freelancers

Medical Translation Freelancers

Technical Translation Freelancers

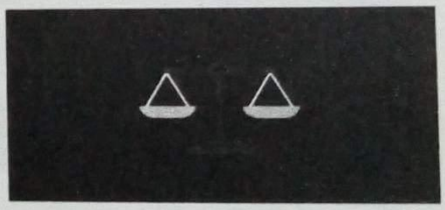

Legal

Contract Law Freelancers

Corporate Law Freelancers

Criminal Law Freelancers

Family Law Freelancers

Intellectual Property Law Freelancers

Paralegal Services Freelancers

Admin Support

- Data Entry Freelancers
- Personal / Virtual Assistant Freelancers
- Project Management Freelancers
- Transcription Freelancers
- Web Research Freelancers

Customer Service

- Customer Service Freelancers
- Technical Support Freelancers

Sales & Marketing

- Display Advertising Freelancers
- Email & Marketing Automation Freelancers
- Lead Generation Freelancers
- Market & Customer Research Freelancers
- Marketing Strategy Freelancers
- Public Relations Freelancers
- SEM - Search Engine Marketing Freelancers
- SEO - Search Engine Optimization Freelancers
- SMM - Social Media Marketing Freelancers
- Telemarketing & Telesales Freelancers

Accounting & Consulting

- Accounting Freelancers
- Consulting Freelancers
- Human Resources Freelancers
- Management Consulting Freelancers

আমরা ছবিতে যে কাজের টাইটেলগুলো দেখলাম তাতে খুব সহজেই বোঝা যায় যে, এসবের মধ্যে কিছু কিছু বিষয় নিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করার ও ইন্টার্ন করার সুযোগ রয়েছে। যেমন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্কিটেকচার, মার্কেটিং, অ্যাকাউন্টিং, ফ্যাশন ডিজাইন ইত্যাদি। এখন আপনি সবগুলো লিস্ট পড়ে দেখুন এসবের মধ্যে অনেকগুলো নিয়েই লেখাপড়া করছেন অনেক ছাত্র-ছাত্রী। অন্যদিকে অনেক বিষয় এখানে রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে পাঠ্যবইয়ে আমাদের তেমন ভালো কোনো ধারণা দেওয়া হয়নি। তাই আমাদের কাছে এসব কাজ একটু কঠিন মনে হয়। কারণ আমরা ছাত্রজীবনে এসব ব্যাপারে খুব বেশি জানার সুযোগ পাইনি। আর সব থেকে বড় ভুল করেছি সেটি হচ্ছে লেখাপড়ায় অনেকেই ফাঁকি দিয়েছি, ইংরেজি শিখিনি ঠিকমতো। কেউ ক্লাস সিক্স থেকে শুরু করে ইন্টারমেডিয়েট শেষ করে প্রায় ৬ বছর একই গ্রামার পরে ইংরেজিতে আমেরিকানদের মতো কথা বলতে শিখে ফেলেছেন, আবার কেউ ফাঁকি দিয়ে দিয়ে আজ নিজের পরিচয়টাও আমরা ইংরেজিতে ঠিকমতো দিতে পারি না। সেখানে আইসিটি-সম্পর্কিত এসব অভিজ্ঞতা অর্জনের চিন্তা তো দূরের কথা।

আপনি যদি মানবিক বিভাগের ছাত্র হয়ে থাকেন বা মানবিক বিভাগে লেখাপড়া শেষ করে থাকেন, তারপরেও কখনো এটা ভাববেন না যে উপরের ক্যাটাগরি থেকে কিছু বিষয় আপনার জন্য নয়। এটা পুরোপুরি ভুল। আপনার প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া হয়তো শেষ হয়েছে কিন্তু আপনার মস্তিস্কে জ্ঞান ধারণের ক্ষমতা শেষ হয়নি। সুতরাং সরকারি-বেসরকারিভাবে কোর্স করে আপনি ফ্রিল্যান্সিং-এর জন্য কাজ শিখতে পারেন অথবা ইউটিউবে ভিডিও দেখেই যে-কোনো কাজ আপনি শিখতে পারবেন। সে সম্পর্কে পরে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

যে কাজগুলো বর্তমানে বেশি প্রচলিত

আসলে আগের পৃষ্ঠায় দেখানো সব যে আপনাকে শিখতে হবে, তা কিন্তু নয়। সেখান থেকে যে-কোনো একটি স্কিল বা অভিজ্ঞতা অর্জন করে আপনি অনলাইনে কাজ করে ইনকাম করতে পারেন। আমি একজন ফ্রিল্যান্সিং আলোচক হিসেবে বর্তমানে বেশি প্রচলিত কিছু কাজের নামের তালিকা দিচ্ছি যার মধ্যে যে-কোনো একটি শিখেই আপনি মোটামুটিভাবে শুরু করতে পারেন। যেমন–

1. Web Design
2. Web Development
3. Mobile Apps Development
4. Desktop Software Development
5. Graphic Design
6. Photo Editing/Clipping Path/Manipulation Etc
7. Video Editing
8. Seo – Search Engine Optimization
9. Data Entry (Article Writing,Virtual Assistant/ Personal Assistant, Admin Support, Voice Over, Voice Transcription,Language Translation, Call Center Customer Support Etc)
10. Cartoon, 3d Animation
11. Architecture Design
12. Google Adsense (Youtube/Website)
13. Cpa Marketing

14. Affiliate Marketing
15. Digital Marketing
16. Dropshipping Etc.

এবারে পৃষ্ঠায় আমরা প্রায় ১৬টি ক্যাটাগরি দেখলাম। এবারের ক্যাটাগরিগুলো সামান্য একটু ভিন্ন হয়েছে। কেন বলুন তো? খুবই সহজ। এসব ক্যাটাগরি পূর্বের ক্যাটাগরি থেকে বাছাই করার পরে বের হয়েছে। সুতরাং আপনার জন্য নির্দিষ্ট কাজটি শেখা আরও সহজ হয়ে গেল।

ঠিক এই কাজগুলো প্রায় ১০-১৫ বছর ধরে মানুষের প্রয়োজন হয়ে আসছে। তাই অন্যান্য দেশের মানুষ তাদের অর্থ ও সময় বাঁচানোর জন্য বেশিরভাগ কাজই অনলাইন তথা ইন্টারনেটের মাধ্যমে আরেক দেশের মানুষের থেকে করিয়ে নেয়। আর এটি একজন মানুষ মুক্তভাবে করতে পারে বলেই এটিকে ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং বলা হয়েছে।

আপনার জন্য এবারের পদক্ষেপ হলো এই ১৬টি ক্যাটাগরি সম্পর্কে ভালো ধারণা অর্জন করা। তবে আপনি আপনার ভালো লাগার কাজটি নির্বাচন করতে পারবেন এবং আপনার কোনটি শিখলে ভালো হবে সেটিও বুঝতে পারবেন। এই পর্বে আপনাকে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দিতে হবে, নয়তো পুরো বইটি পড়াই আপনার বৃথা যাবে। তো চলুন এক এক করে এসব কাজ সম্পর্কে ধারণা নেওয়া যাক।

WEB DESIGN

ওয়েব বা ওয়েবসাইট শব্দটি আমাদের আর অপরিচিত নয়। আমরা সবাই ওয়েবসাইট চিনি। যেমন– ফেসবুক, গুগল, উইকিপিডিয়া, ইনস্টাগ্রাম, লিংকডইন ইত্যাদি। কিন্তু এগুলোই কি শুধু ওয়েবসাইট? না, নিচের ছবিটির দিকে তাকান :

ভেবে দেখুন ছবিটি কোন ওয়েবসাইটের? অবশ্যই এটি Amazon নামে একটি ই-কমার্স ওয়েবসাইটের, যেখানে আমরা অনলাইনে যে-কোনো ধরনের প্রোডাক্ট কিনতে পারি। একটু ভেবে দেখুন ফেসবুকে ভিজিট করলে আপনি এক রকম কালার কোয়ালিটি, আকার ও গঠন দেখতে পান, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, অ্যামাজন ইত্যাদি সব ধরনের ওয়েবসাইটে ভিজিট করলে যে পরিবর্তন আমরা দেখি, সাধারণত এগুলোকেই Web Design বলে।

এখন ভাবছেন ওয়েব ডিজাইন কীভাবে করে? হ্যাঁ প্রশ্ন থাকতেই পারে, কিন্তু সেটি আপনাকে আগে শিখতে হবে, তবেই আপনি জানতে পারবেন। এই বই শুধু আপনাকে গাইডলাইন দেবে। আপনি যদি আজ পর্যন্ত Amazon.Com-এ ভিজিট না করে থাকেন, তবে এখনই কম্পিউটারে ভিজিট করে নিন। যে হোমপেজটি আসবে সেটি ডিজাইন করতে হলে ওয়েবসাইটের মালিককে প্রায় ২০০-৩০০ ডলার পর্যন্ত খরচ করতে হয়, যা বাংলাদেশে ২০-২৫ হাজার টাকার সমতুল্য এবং এই এক পেজ ডিজাইন করতে সময় লাগে বেশ কয়েক ঘণ্টা অথবা ১ দিন। তবে ভেবে দেখুন এসব অনলাইন রিলেটেড কাজের মূল্য কত বেশি। একজন ফ্রিল্যান্সার ভালোমতো কাজ করলে অনেক ভালো স্যালারি পেয়ে থাকে, যা একজন সরকারি কর্মকর্তার চেয়ে কম নয় বরং ডাবল হতে পারে। যা-ই হোক, আলোচনায় ফিরে আসি।

এই ওয়েব ডিজাইন সম্পর্কে অল্প কিছু ধারণা দিই, যা আপনার শিখতে গেলে কাজে লাগবে। ওয়েব ডিজাইন মূলত কোড ও প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে করতে হয়। ওয়েব ডিজাইন মূলগত দিক থেকে দুই প্রকার :

1. Static (স্থির)

2. Dynamic (প্রগতিশীল)

ওয়েব ডিজাইন পুরোপুরি শিখতে গেলে আপনাকে যা যা শিখতে হবে–

1. Html
2. Css
3. Javascript
4. Jquery
5. Bootstrap

উপরের এই ৫টি জিনিস যদি আপনি শিখতে পারেন তাহলে আপনি যে-কোনো ওয়েবসাইট ডিজাইন করে দিতে পারবেন এবং আপনি হয়ে যাবেন একজন (Static/Front End Web Designer)। তখন যে কেউ আপনাকে যদি টাকার বিনিময়ে কোনো ওয়েবসাইটের ডেমো বা নমুনা দিয়ে সিমিলার আরেকটি ওয়েবসাইট তার জন্য ডিজাইন করতে বলে, তবে আপনি সেটি করে দিয়ে তার কাছে পেমেন্ট নিতে পারবেন। এখন প্রশ্ন হলো– কোথায় শিখবেন? কোথায় শিখবেন তা নিয়ে মাথা ঘামানোর এখন প্রয়োজন নেই। মনোযোগ দিয়ে পড়তে থাকুন। শেষের দিকে সেটি নিয়ে আলোচনা রয়েছে।

WEB DEVELOPMENT

বইয়ের ভাষায় খুব কঠিনভাবে বোঝাতে ইচ্ছুক নই। তাই খুব সহজ উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চাই, যেন আপনার বুঝতে সুবিধা হয়। একজন শুধু ওয়েব ডিজাইনার, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে ধারণা না-ও রাখতে পারে। কিন্তু একজন ওয়েব ডেভেলপার ওয়েব ডিজাইন সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখেন। কারণ তাকে সেই ডিজাইন করা ওয়েবসাইটটি নিয়েই কোডিং করে কাজ করতে হবে। তো চলুন খুবই সহজভাবে জেনে নিই ওয়েব ডেভেলপমেন্ট কী জিনিস–

প্রথমেই কল্পনা করুন একটি প্রাইভেট কারকে নিয়ে। কারটি তৈরির জন্য বিভিন্ন পার্টস তৈরি করা হয়েছে বিভিন্ন ফ্রেম দিয়ে এবং সেগুলোকে রং করা হয়েছে। তারপরে ইঞ্জিন সেট করে গাড়িটিকে চালানো হয়। যদি ইঞ্জিন না থাকে তবে গাড়িটি চালানো সম্ভব নয়। ইঞ্জিন ছাড়া গাড়িটিকে STATIC গাড়ি বলা হবে। STATIC কথার অর্থ "স্থির" কারণ গাড়িতে ইঞ্জিন নেই, সেটি চালানো সম্ভব নয়। তাই এখন আমরা বলতেই পারি যে গাড়িটির পার্টস, ফ্রেম এবং রংগুলো সেট করা হলে সেটি হয়ে গেল গাড়ির STATIC DESIGN আর ইঞ্জিন সেট করে দিলে হয়ে গেল DYNAMIC বা প্রগতিশীল গাড়ি, যা চালানো সম্ভব। সুতরাং STATIC গাড়ি এবং STATIC WEB DESIGN ও

DYNAMIC গাড়ি এবং DYNAMIC WEBSITE-এর তুলনা করলে ব্যাপারটি পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে যায়। ডায়নামিক ওয়েবসাইট সেগুলোকেই বলা হয়, যে ওয়েবসাইটগুলো সচরাচর হালনাগাদ বা আপডেট করা যায় এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তথ্য বা ছবি/ভিডিও আপলোড করা যায়। ঠিক তেমনি ফেসবুকে যদি ডেটাবেস না থাকত মেমোরি স্পেস না থাকত, তাহলে হয়তো আমাদের তথ্যগুলো এবং ছবি ও ভিডিওগুলো কিছুই থাকতো না। অবশ্যই এসব যে মেশিন দিয়ে রক্ষণা-বেক্ষণ করা হয় সেটিকে আমরা এক প্রকার ইঞ্জিনই ধরে নিতে পারি। আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন যে আপনার প্রতিদিনের ফেসবুক পোস্ট টাইম টু টাইম সেট হয়ে থাকা, ছবি আপনার ফটোস-এর মধ্যে গ্যালারি হিসেবে আপলোড হয়ে থাকা এসব কাজ অটোমেটিক হয়ে যায় আর এসবই হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট-এর কাজ। তাই ডিজাইনটি একজন করে এবং ডেভেলপমেন্টটি অন্যজন করতে পারে, আবার ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্ট একই ব্যক্তিই করতে পারে যদি সে দুটোই জেনে থাকে। এবার জেনে নিই ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখতে হলে কী কী শিখতে হবে :

1. Php (Raw & Object Oriented) Or Asp.Net
2. Mysqli Database
3. Javascript
4. Jquery
5. Ajax
6. Wordpress Theme Development (Better)

উপরে দেওয়া ৬টি স্কিল জানলে আপনি একজন ওয়েব ডেভেলপার হতে পারবেন এবং কারও ডিজাইন করা ওয়েবসাইটের ডেভেলপমেন্ট-এর কাজটি আপনি করে দিতে

পারবেন। জেনে রাখা ভালো, ওয়েব ডিজাইনারের থেকে ওয়েব ডেভেলপারের কাজের পারিশ্রমিক বেশিরভাগ সময় বেশিই হয়ে থাকে।

ওয়েব ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্ট কী?

যখন কোনো ব্যক্তি একটি ওয়েবসাইট ডিজাইন থেকে শুরু করে ওয়েবসাইটটি ডায়নামিক করে কাজটি সম্পন্ন করেন তখন সেটিকে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বলা হয়। আর যখন সব কিছু বাদ দিয়ে শুধু HTML CSS, JAVASCRIPT ইত্যাদি দিয়ে ওয়েবসাইট ডিজাইন করা হয় তখন সেটাকে ওয়েব ডিজাইন বলা হয়। তাই আপনি যদি শুধুই ওয়েব ডিজাইনের স্কিলগুলো জেনে থাকেন, তাহলে আপনি শুধুই ওয়েব ডিজাইনার আর যদি ওয়েব ডিজাইন ও ডেভেলোপমেন্ট-এর স্কিলগুলো জানেন ও ওয়েবসাইট ও ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট করেন তবে আপনি একজন ওয়েব ডেভেলপার। সেই সাথে আপনাকে Full Stack Web Developer ও বলা যেতে পারে। এর মধ্যে আপনি যদি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ (PHP, ASP, PYTHON) ইত্যাদি ব্যবহার করে কোনো ধরনের ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন বা সফটওয়ার তৈরি করেন, তবে আপনাকে একজন Web Based Software/Application Developer ও বলা যেতে পারে। কিন্তু FullStack Web Developer নামের নিচে সাবটাইটেল ব্যবহার করলেই আপনার অভিজ্ঞতা মানুষ বুঝতে পারবে।

MOBILE APPS DEVELOPMENT

মোবাইল অ্যাপস আমরা সবাই চিনি। বর্তমান যুগে বেশি চলছে Android-এর ব্যবহার। আর তাই অ্যাপস কী কাজে ব্যবহার হয়, তা আর কারো অজানা নেই। আমরা প্রতিনিয়ত যে অ্যাপসগুলো ব্যবহার করি সেগুলোর মধ্যে হলো, ফেসবুক, মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ, বিকাশ, ইনস্টাগ্রাম, ক্যামেরা ইত্যাদি আরও অনেক। আমরা সবসময় শুধু ব্যবহারেই পারদর্শী হই। কিন্তু তৈরি কীভাবে, কেন তৈরি, কে তৈরি করেছেন এসব নিয়ে তেমন একটা ঘাঁটাঘাঁটি করি না। যেটি আমাদের একটি চরম বোকামি ও ভুল। একবার ভাবুন তো, ফেসবুক, নির্মাতা মার্ক জুকারবার্গ কি সব কাজ একা করেছেন? ফেসবুক ওয়েবসাইট তৈরি, মোবাইলে অ্যাপসটি ও মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ সব কি তিনিই নিজের হাতে তৈরি করেছেন? না, কখনোই না। তিনি বিভিন্ন কাজ তার কর্মচারীদের দিয়ে করিয়ে থাকেন।

এসব কাজ করে নেওয়ার জন্য যেমন ফেসবুক নির্মাতা তার কর্মচারীদের পেমেন্ট করেন, ঠিক তেমনি এই পৃথিবীতে লাখ লাখ কোম্পানি এজেন্সি ও সার্ভিস প্রদানকারী রয়েছে, যারা তাদের কোম্পানি ও সার্ভিস মানুষের হাতের কাছে খুব সহজেই পৌঁছে দেওয়ার জন্য মোবাইল অ্যাপস তৈরি করে নেয়। যেমন ধরুন, Daraz.com একটি প্রোডাক্ট কেনার ওয়েবসাইট। এখানে ভিজিট করলে আমরা অনলাইনে প্রোডাক্ট কিনতে পারি। কিন্তু এই

ওয়েবসাইটের আবার DARAZ APP কেন? তাহলেই এখান থেকেই বুঝতে হবে যে প্রতিটি কোম্পানি এখন তাদের অ্যাপস তৈরি করিয়ে নিচ্ছে। আর সেটি করে দিচ্ছে তারা যারা আজ অ্যাপস ডেভেলপার।

একটি ই-কমার্স ওয়েবসাইটের অ্যাপস তৈরি করে দিতে পারলে আনুমানিক ৩০০০ ডলার পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব, যা বাংলাদেশে প্রায় দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা।

অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট শিখতে হলে যা যা শিখতে হবে :

1. Java
2. Sql
3. Xml
4. Android Studio Software
5. Web Development
6. And More Apps Development Softwares If Needed

এসব স্কিল অর্জন করলে একটি ডাইনামিক অ্যাপস তৈরি করা সম্ভব।

ডাইনামিক ও সাধারণ অ্যাপস-এর পার্থক্য

মাঝে মাঝে দেখা যায় কিছু পিডিএফ বইয়ের অ্যাপস পাওয়া যায়, ক্যামেরা অ্যাপস পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে সমস্ত অ্যাপস-এ ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়া ব্যবহার করা যায় সেগুলো সাধারণ স্ট্যাটিক অ্যাপস বলে। আর যেগুলো ব্যবহার করতে ইন্টারনেট লাগে যেমন, ফেসবুক, মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ, বিকাশ ইত্যাদি। এসব ডায়নামিক অ্যাপস বলা হয়। সুতরাং ডাইনামিক অ্যাপস ডেভলপার হতে গেলে আপনাকে ওয়েব ডেভলপারও হতে হবে। কারণ ডায়নামিক অ্যাপস-এর অধিকাংশ কন্ট্রোলটি একটি ওয়েব অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড থেকে করা হয়।

DESKTOP SOFTWARE DEVELOPMENT

ডেস্কটপ সফটওয়্যার বলতে আমরা কম্পিউটার বা ল্যাপটপে যে সফটওয়্যারগুলো ব্যবহার করে থাকি সেগুলোকে বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Anti-Virus, Skype Video Calling ইত্যাদি। এসব সফটওয়্যার আমরা সবাই চিনি। এছাড়াও বিভিন্ন ব্যাংকে গেলে দেখবেন টাকা উত্তোলন ও জমা দেওয়ার জন্য সিরিয়াল টোকেন দেওয়া হয়। সেগুলো এক একটি সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে ম্যানেজ করা হয়। ব্যাংকের হিসাবপত্র ঠিক রাখার জন্য রিপোর্ট জেনারেশনের সফটওয়্যারও তৈরি করা হয়ে থাকে। ঠিক এ ধরনের সফটওয়্যার এক-একজন ডেস্কটপ সফটওয়্যার ডেভলপার বা ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করে থাকেন।

প্রকৃতপক্ষে যারা ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার সায়েন্স, সিএসই বা কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে লেখাপড়া করেন, তারা কেউ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হন, আবার কেউ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হন। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, আপনি যদি অন্যকোনো বিভাগে লেখাপড়া করেন তাহলে আর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবেন না। এই ধরনের চিন্তাভাবনা কখনো মাথায় রাখবেন না। মানুষের ব্রেইনে যে-কোনো জ্ঞান ধারণের ক্ষমতা মহান আল্লাহ তালা দিয়ে রেখেছেন। সুতরাং আপনি

প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা দিয়ে এটি না শিখতে পারলেও ট্রেনিং সেন্টার বা ইউটিউব দেখেও শিখতে পারবেন। যেমন আমি একজন মানবিক বিভাগের ছাত্র হয়েও ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারি। এখানে আপনার চাই প্রবল ইচ্ছে শক্তি আর পরিশ্রম।

চলুন যেনে নিই ডেস্কটপ সফটওয়্যার তৈরি করতে হলে কী কী প্রোগ্রামিং লেঙ্গুয়েজ শিখতে হবে–

1. C
2. C++
3. C#
4. Java
5. Java Swing
6. Dot Net Framework
7. Python
8. Ruby ইত্যাদি।

উপরে দেওয়া লিস্ট বাদ দিয়ে আরও নতুন কিছু প্রোগ্রামিং লেঙ্গুয়েজ বের হচ্ছেই। কিন্তু এসবের মধ্যে থেকে লিস্টে রাখা স্কিলগুলো জেনে রাখলে একজন ভালো মানের ডেস্কটপ সফটওয়্যার হওয়া সম্ভব। এগুলো দিয়ে আপনি চাইলে MAC ও IOS, iphone-এর সফটওয়্যার ও তৈরি করতে পারবেন। একটু লক্ষ্য করে দেখুন Java Programming Language টি Android অ্যাপস ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়। তাই ভালো মানের ডেভেলপার হতে গেলে এগুলো সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকলে কাজ করতে গিয়ে কখনো আটকে থাকবেন না।

ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ও মোবাইল অ্যাপস ডেভলপমেন্ট করে যে ধরনের পারিশ্রমিক বা অর্থ উপার্জন করা যায়, প্রকৃত পক্ষে ডেস্কটপ সফটওয়্যার একটু বেশি ব্যয়বহুল্য বলে এই কাজগুলো

করে তার চেয়ে বেশি আয় করা যায়। বিভিন্ন কোম্পানি বর্তমানে ফ্রিল্যান্সারদের দ্বারা তাদের কোম্পানির জন্য বিভিন্ন সফটওয়্যার তৈরি করিয়ে নিচ্ছে। তাই কাজের রয়েছে অনেক সুযোগ। ভালো স্কিল থাকলে এই ক্যাটাগরিতেও কাজ করে উপার্জন করে আয় করা যায়। কিন্তু এগুলো শিখতেও ভালো সময় আর ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে সবার এসব কাজ শেখার ধৈর্য নাও, থাকতে পারে কিংবা ভালো নাও লাগতে পারে। কারো কাছে এগুলো শেখা একটা ভালোলাগা আবার কারো কাছে এগুলো শিখতে গিয়ে বিরক্তও লাগে। কোনটি কোথায় কীভাবে শিখবেন এসব ব্যাপারে বইয়ের শেষের দিকে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং, চিন্তার কোনো কারণ নেই।

GRAPHIC DESIGN

গ্রাফিক ডিজাইনের বিষয়ে বর্তমানে আমরা অনেকেই জানি। গ্রাফিক ডিজাইন অনেক অংশে বিভক্ত তাই ডিজাইন নিয়ে বিভিন্ন রকমের কাজ গ্রাফিক ডিজাইনের আওতায় পড়ে। যেমন ধরুন ছবি এডিট করে প্রিন্ট করাও এক ধরনের গ্রাফিক ডিজাইন। কারণ গ্রাফিক ডিজাইন রিলেটেড সফটওয়্যারগুলো ব্যবহার করেই ছবির কাজ করা হয়। অন্যদিকে কোনো ধরনের ব্যানার, পোস্টার, মনোগ্রাম, বইয়ের কভার, সিডির ডিস্ক কাভার, সিনেমার পোস্টার ইত্যাদি এই সব গ্রাফিক ডিজাইনের আওতায় পড়ে। চলুন জেনে নেওয়া যাক অনলাইনের জন্য কোন কাজগুলো গ্রাফিক ডিজাইন ক্যাটাগরিতে বেশি পাওয়া যায়–

1. Logo Design
2. Banner Design
3. Movie Poster Design
4. Photo Editing
5. Photo Retouch
6. Book Cover Design
7. Brouchar Design
8. Brochure Design
9. Abstract Design
10. Leaflet Design ইত্যাদি।

উপরে দেওয়া ১০টি কাজের থেকে আরও অনেক ধরনের কাজ রয়েছে গ্রাফিক ডিজাইন ক্যাটাগরিতে। আসলে গ্রাফিক

ডিজাইনের পুরো ব্যাপারটি হলো আপনার আর্ট করার অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে। আপনি যদি ভালো আর্ট করার অভিজ্ঞতা রাখেন তবে যে-কোনো ধরনের গ্রাফিক ডিজাইন আপনি করতে পারবেন, যদি গ্রাফিক ডিজাইন করার সফটওয়্যারগুলো আপনি শিখে নেন। তাহলে সেই সফটওয়্যারগুলোতে আপনি আপনার কল্পনার আর্টটি করে ফেলতে পারেন।

গ্রাফিক ডিজাইন করতে হলে যে সফটওয়্যারগুলোর কাজ শিখতে হবে–

1. Adobe Photoshop
2. Adobe Illustrator
3. Adobe Indesign ইত্যাদি।

গ্রাফিক ডিজাইন করার জন্য মূলত এই সফটওয়্যারগুলো জানলেই হবে। কিন্তু কাজের গতি আরও বাড়ানোর জন্য আপনি নিচে দেওয়া সফটওয়্যারগুলোও শিখতে পারেন, যেখানে অনেক কিছুই রেডিমেড করা থাকে। আপনাকে শুধু সেগুলো ব্যবহার জানতে হবে। যেমন ধরুন কোনো মনোগ্রাম বা লোগো ডিজাইন করবেন। আপনি বিভিন্ন প্রকার Shape এই সফটওয়্যারগুলোতে পাবেন এবং কালার মেচিং-এর একটি ব্যাপার থাকে, যার জন্য এই সফটওয়্যারগুলো রিকমান্ডেড :

1. Gimp
2. Inkscape
3. Coreldraw
4. Serif Drawplus
5. Xara Xtreme

6. Coral Paintshop
7. Coral Photo Impact ইত্যাদি।

ধরুন আপনাকে কেউ একটি লিফলেট ডিজাইন করতে দিল, এখন আপনি বিভিন্ন ফরম্যাটে এটি করতে পারেন। সবচেয়ে ভালো কালার ও ফরম্যাট দিয়ে ডিজাইনটি করে দিলে আপনার ক্রেতাও খুশি থাকবেন।

সুতরাং, গ্রাফিক ডিজাইন শিখতে হলে আপনাকে এসব জিনিস নিয়ে ভালো ধারণা রাখতে হবে। ছবি এডিটিং সম্পর্কে যদি বলি, তবে একজন মানুষের একটি Raw Picture অর্থাৎ শুধু Default Camera দিয়ে তোলা একটি ছবিকে এডিটিং করে সুন্দর ও পরিষ্কার করে ফেলাই হলো ফটো এডিটিং-এর কাজ। অন্য কাজগুলোর থেকে গ্রাফিক ডিজাইনের কাজটি অনেক মজার এবং সহজও।

মজার ব্যাপার হলো, আমাদের দেশে কোনো স্টুডিওতে একটি ছবি তুলে ৬ ইঞ্চি বাই ৩ ইঞ্চি সাইজে প্রিন্ট করে নিলে হয়তো ৫০ টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু আপনি জেনে অবাক হবেন যে এ রকম একটি ছবি তুলে কোনো বিদেশি ব্যক্তি আপনাকে পাঠিয়ে সেটিকে পরিষ্কার করে এডিট করে দিতে বললে তিনি আপনাকে ২০-৩০ ডলার পর্যন্ত পেমেন্ট করবেন যা বাংলাদেশি টাকায় ১৫০০-২০০০ টাকা।

এছাড়াও বর্তমানে পৃথিবীর যত কোম্পানি রয়েছে এবং নতুন নতুন কোম্পানি তৈরি হচ্ছে, তারা তাদের সার্ভিসের ব্র্যান্ডিং ও মার্কেটিং করার জন্য বিভিন্ন প্রকার লোগো/মনোগ্রাম, ব্যানার, অ্যাডভারটাইজমেন্টের ছবি, লিফলেট, ব্রোচার ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক প্রকার ডিজাইন ফ্রিল্যান্সারদের দ্বারা করিয়ে নেন যা

একজন ফ্রিল্যান্সার গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে কাজ করে ভালো অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

সুতরাং, গ্রাফিক ডিজাইনেও একটি ভালো ক্যারিয়ার রয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোনটি আপনি শিখবেন? কোনটি আপনার জন্য ভালো হবে, সে ব্যাপারে এরপরের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

PHOTO EDITING / CLIPPING PATH / PHOTO MANIPULATION

এই স্কিলগুলোও প্রকৃতপক্ষে গ্রাফিক ডিজাইনের একএকটি অংশ। ফটো এডিটিং, ক্লিপিং পাথ, ফটো মেনিপুলেশন বলতে আসলে যা বোঝায় তা জানা আবশ্যক।

ফটো এডিটিং বলতে পূর্বের আলোচনার ব্যাপারগুলোই বোঝায়।

অন্যদিকে Clipping Path বলতে কোনো ছবির Background মুছে দিয়ে একদম সাদা বা ট্রান্সপারেন্ট রাখাকেই বোঝায়। এখন আপনি ভাবতে পারেন যে ব্যাকগ্রাউন্ড তো মোবাইলের অ্যাপস দিয়েও রিমুভ করা যায়। না, আসলে এই ব্যাপারটি এত সাধারণ নয়। আমরা যেভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করি, সেগুলো খুব একটা পারফেক্ট হয় না। নিচের ছবিটি লক্ষ করুন, তাহলে বুঝতে পারবেন Clipping Patch বলতে বস্তুত কী ধরনের কাজকে বোঝায় :

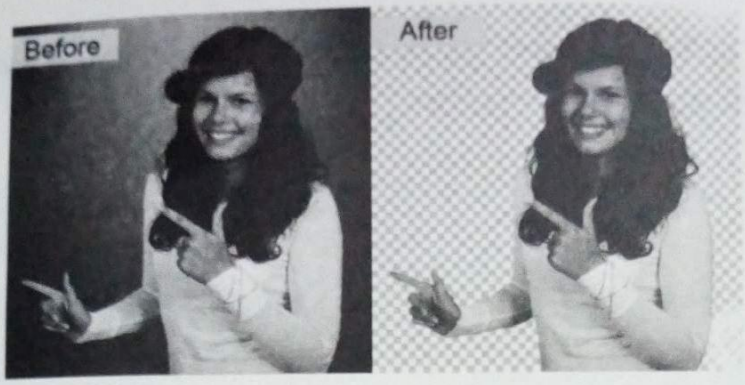

এই ছবিটির দিকে লক্ষ করলে দেখবেন মেয়েটির চুলের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, শুধু মাত্র পিছনের কালারটি চলে গেছে। এত নিখুঁতভাবে ব্যাকগ্রাউন্ডটি রিমুভ করা হয়েছে, যা মোবাইলের কোনো অ্যাপস দিয়ে করা সম্ভব নয়। এই ছোট ছোট কাজগুলো বিভিন্ন ই-কমার্স ওয়েবসাইটের প্রোডাক্টের ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা করে আপলোড করার জন্য করা হয়ে থাকে।

অন্যদিকে Photo Manipulation বলতে সহজ অর্থে একটি ছবিকে ব্যাকগ্রাউন্ড পরিবর্তন করে ছবির কালার পরিবর্তন করে আরও আকর্ষণীও করে তোলাকে বোঝায়। নিচের ছবিটি লক্ষ করুন :

এই হলো ফটো মেনিপুলেশন

যা-ই হোক, আশা করা যায় আপনি গ্রাফিক ডিজাইন সম্পর্কে একটি ভালো ধারণা পেয়েছেন।

VIDEO EDITING

টেলিভিশনের আবির্ভাব হওয়ার পর থেকেই আমরা ভিডিও ফুটেজের মাধ্যমে অনেক কিছু দেখি। বর্তমানে ভিডিও ছাড়া চলে না বললেই হয়। জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ইউটিউবে গেলেই দেখা যায় বিভিন্ন রকমের ভিডিও। নাটক, সিনেমা, মিউজিক ভিডিও, প্রোডাক্টের অ্যাডভারটাইজমেন্ট বা বিজ্ঞাপনের অ্যাডের ভিডিও দেখা যায়। আপনাকে ধরে নিতে হবে কেউ না কেউ এই ভিডিওগুলো এডিটিং করেছেন এবং তারপরেই এগুলো দেখতে কালারফুল এবং আকর্ষণীয় দেখায়। সুতরাং ভিডিও এডিটিং জানলে আপনি ফ্রিল্যান্সিং-এর মাধ্যমেও বিদেশের ভিডিও এডিটিং করে অর্থ উপার্জন করতে পারবেন অথবা বাংলাদেশি মিডিয়া কোম্পানিতেও আপনি চাকরি করতে পারবেন। এই স্কিল থাকলে কাজের ভালো সুযোগ রয়েছে। তো চলুন জেনে নিই কোন কোন সফটওয়্যার সম্পর্কে জানলে ভিডিও এডিটিং করা সম্ভব। নিচে ভালো কিছু রিকমান্ডেড ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যারের লিস্ট দেওয়া হলো–

1. Adobe Premiere Pro
2. Adobe After Effects
3. Adobe Premiere Elements
4. Cyberlink Power Director
5. Filmora

6. Vegas Pro
7. Imovie
8. Wideo
9. Hitfilm
10. Ulead Video Studio ইত্যাদি।

এসব ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু ভিডিও এডিটিং-এর কাজ করতে হলো যে আপনাকে সব সফটওয়্যারগুলো শিখতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। মজার বিষয় হলো, এখানে সব ধরনের সফটওয়্যারে ফাংকশনালিটি প্রায় একই রকম। একটু কম বেশি হতে পারে। তাই আপনি ২-৩টি জানলে বাকিগুলো সহজেই শিখে নিতে পারবেন। প্রথম সিরিয়ালে যেগুলো দেওয়া আছে সেগুলোই সবচেয়ে ভালো। এগুলো দিয়েই আসলে Bollywood, Hollywood, Tollywood-এর সিনেমা এডিট করা হয়।

১টি ৪০ সেকেন্ডের অ্যাড তৈরি করে দিলে ফ্রিল্যান্সিং-এর মাধ্যমে প্রায় ২০০ ডলার পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব, যা বাংলাদেশে ১৫-১৬ হাজার টাকা।

সুতরাং, ভিডিও এডিটিং-এর কাজেও ভালো ক্যারিয়ার গড়া সম্ভব, যা কখনও থেমে যাবে না। কারণ বর্তমানে ভিডিও এডিটিং-এর প্রচুর প্রয়োজন হয় এবং সেটি আমরা একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝতে পারি, কোম্পানির বিজ্ঞাপনের জন্য একটি ভিডিও কত গুরুত্বপূর্ণ।

SEO বা Search Engine Optimization

সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন হলো এমন একটি কাজ, যা সার্চ ইঞ্জিন ওয়েবসাইট ও বায়ার (যিনি কাজ করিয়ে নেন)-এর ওয়েবসাইট-এর সমন্বয়ে কাজ করে। সার্চ ইঞ্জিন আসলে কী জিনিস তা জানার জন্য নিচের ছবিটি লক্ষ করুন :

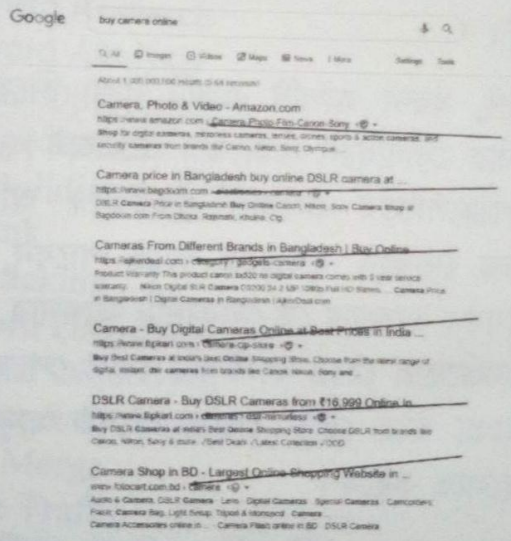

আমরা ছবিটিতে দেখতে পাচ্ছি, তীর দিয়ে চিহ্নিত করা ওয়েবসাইটের নামগুলো। আরেকটু উপরে লক্ষ করুন গুগলে একটি সার্চ করা হয়েছে 'buy camera online' যার অর্থ 'অনলাইনে ক্যামেরা কিনুন'। এটি লিখে সার্চ করার পরে জনপ্রিয়

ওয়েবসাইট Amazon.com সবার প্রথমে এসেছে। তারপরেই রয়েছে Bagdoom.com ও ajkerdeal.com এই দুইটি আমাদের বাংলাদেশি ওয়েবসাইট। এরপরে যেগুলো এসেছে সেগুলোও বিশ্বে ভালো জনপ্রিয়। কিন্তু প্রথম পেজে Daraz.com, Alibaba.com, Alixpress.com, Ebay.com নেই কেন? কারণ একটাই, আর সেটি হলো যে, সব ওয়েবসাইট প্রথম পেজে রয়েছে সেই ওয়েবসাইটগুলোতে ভালো করে SEO-এর কাজ করা রয়েছে। যার জন্য সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজ করে এসব ওয়েবসাইট সরিয়ালি প্রথম পেজে শো করেছে।

এখন প্রশ্ন হলো, ওয়েবসাইটগুলো সার্চ করার পরে প্রথমে আসলে মালিকের কী লাভ, তাই না? হ্যাঁ এখানে মালিকের লাভ রয়েছে। আর যার জন্যই তারা ওয়েবসাইটে SEO-এর কাজ করিয়ে নেন।

উদাহরণ, ধরুন আপনি একটি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, হঠাৎ আপনার মোবাইলে রিচার্জের প্রয়োজন। এর জন্য আপনি হয়তো ফ্লেক্সিলোডের দোকান খুঁজবেন। আর আপনি যেই ফ্লেক্সিলোডের দোকান সবচেয়ে কাছে পাবেন, সেখান থেকেই রিচার্জ করবেন। এক্ষেত্রে যে দোকানটি আপনার কাছে সে দোকান অন্য দোকানগুলোর চেয়ে কাস্টমার বেশি পেয়ে গেল। এ রকম আপনার মতো করে হেঁটে যাওয়া অনেক মানুষ সেই দোকানে গিয়ে ফ্লেক্সিলোড করবে।

অন্যদিকে ধরুন, আমি সত্যি সত্যিই একটি ক্যামেরা কেনার জন্য গুগলে এভাবে সার্চ করলাম এবং আমার সামনে এই ওয়েবসাইটগুলো এলো। আমি অবশ্যই প্রথম পেজে থাকা ওয়েবসাইটগুলোতে আগে প্রবেশ করে ক্যামেরা মডেল চয়েজ

করব। ভালো লাগলে কিনেও ফেলতে পারি। তাই নয় কি? তাহলে পরের পেজ (২, ৩, ৪, ৫, ৬...।) কোনো ইন্টারনেট ব্যবহারকারী না-ও প্রবেশ করতে পারে। কারণ হাতের নাগালে আমরা যেটি পাই সেটিকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে প্রবেশ করি। ঠিক এভাবেই একটি কোম্পানি তার প্রোডাক্ট বা সার্ভিস বেশি বেশি সেল করতে পারে এবং বেশি সেল হলে কোম্পানির লাভ। ওয়েবসাইটগুলো মানুষ সহজে চিনবে এবং অনেক মানুষ ভিজিট করবে তখন ভিজিটরও বাড়বে। আর যার জন্যই SEO-এর কাজ করেন তারা।

তাই সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন-এর কাজ করার জন্য ফ্রিল্যান্সারদের কাজে লাগানো হয়। এক্ষেত্রে যা যা শিখতে হবে :

1. Keyword Research
2. Keyword Analysis
3. Content Optimization
4. On page & Off page SEO
5. Link Building
6. Backlink
7. Seo Tracking
8. Keyword Difficulty
9. Keyword Objectives
10. Modifier & Extenders
11. Mix & Merge
12. Google Traffic
13. Google Adwords
14. Being Keywords ইত্যাদি।

একটি ওয়েবসাইট পুরোপুরি SEO করে দিতে ৪-৫ মাস পর্যন্ত লেগে যায় এবং এ ধরনের কাজ মাসিক সেলারি অথবা একটি নির্দিষ্ট বাজেটে চুক্তি করে দেওয়া হয়। আবার অনেকেই

প্রতি ঘণ্টা কাজের জন্যও টাকা নিয়ে করেন। এক-এক জন এক-এক ভাবে এই কাজের চুক্তি করেন বায়ারদের সাথে। প্রতি ঘণ্টা হিসাবে যদি পেমেন্ট নেওয়া হয় তবে এখানে ৫-১৫ ডলার পর্যন্ত প্রতি ঘণ্টায় পেমেন্ট পাওয়া যায়। সপ্তাহে ৬০-৭০ ঘণ্টা কাজ করলে প্রতি সপ্তাহে ৩০০-৪০০ ডলার পাওয়া সম্ভব, যা বাংলাদেশে প্রায় ৩০ হাজার টাকা। কিন্তু সেই পরিমাণ কাজ অবশ্যই পেতে হবে।

সুতরাং উপরের বিষয়গুলো জানলে আপনি একজন ফ্রিল্যান্সার হিসেবে SEO-এর কাজ করে আয় করতে পারবেন। এক্ষেত্রে এ ধরনের কাজের চাহিদাও রয়েছে অনেক। কারণ আপনি যদি একটু খেয়াল করেন তাহলে বুঝবেন বর্তমান ওয়ার্ল্ডে কোটি কোটি ওয়েবসাইট রয়েছে, যেগুলোর প্রত্যেকটির মালিক রয়েছে এবং তারা সেগুলো অবশ্যই কোনো না কোনো উদ্দেশ্যে তৈরি করেছেন। আর যার জন্য ওয়েবসাইটগুলোর মার্কেটিং-এর প্রয়োজন হয় ভিজিটর বাড়ানোর জন্য।

DATA ENTRY JOBS

আজকাল অধিকাংশ মানুষ ডাটা এন্ট্রি কাজ করে ফ্রিল্যান্সিং করতে বেশি আগ্রহী। কারণ এই কাজটি সহজ। তাই সবাই এটি করতে চায়। কিন্তু আমাদের আরও একটি জিনিস জেনে রাখা উচিত। সবাই যদি শুধু ডাটা এন্ট্রি কাজ করেই ফ্রিল্যান্সার হতে চাইব তাহলে অন্যান্য স্কিলে কাজ করার মতো ফ্রিল্যান্সার কমে যাবে; অন্যদিকে ডাটা এন্ট্রি প্রজেক্টগুলোতে কাজের চেয়ে ওয়ার্কার-এর সংখ্যা বেশি হবে, ফলে একজন ফ্রিল্যান্সার-এর ঠিকমতো কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এই সমস্যাটি বর্তমানেও রয়েছে, তাই ডাটা এন্ট্রিতে সবাই দ্রুত সফলতা অর্জন করতে পারছে না। অনেকেই প্রজেক্টে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করে হাঁপিয়ে উঠছে দিনের পর দিন, কিন্তু প্রজেক্ট পাচ্ছে না। তখন কেউ ফ্রিল্যান্সিং-এর আশা ছেড়ে দিচ্ছে, আবার কেউ অন্য কিছু শেখার চেষ্টা করছে। চলুন প্রথমেই জেনে নিই যে, ডাটা এন্ট্রির কাজ করতে হলে কী কী বিষয়ের ওপর অভিজ্ঞ হতে হবে :

1. Sharp Knowledge of Computer Operating
2. Fast Typing Speed
3. Sharp Knowledge of Internet Browsing
4. Sharp Knowledge of Using Email
5. Microsoft word
6. Microsoft Excel
7. Microsoft Powerpoint

8. Google Drive & Docs
9. OneDrive & Docs
10. Web Research
11. Information Collection
12. Searching various things
13. Problem Solving
14. Website Registration ইত্যাদি।

ডাটা এন্ট্রিতে কাজ করতে গেলে এসব স্কিল আপনার থাকতেই হবে। কিন্তু একটু লক্ষ করে দেখুন, এগুলো সাধারণত ৩ মাস মেয়াদি বা ৬ মাস মেয়াদি কম্পিউটার অপারেটিং অ্যান্ড অফিসিয়াল কোর্সগুলোতেই শেখানো হয়ে থাকে।

ডাটা এন্ট্রির সাথে কিছু সিমিলার ক্যাটাগরি রয়েছে, যেমন–

1. Call Center
2. Language Translation
3. Voice Over
4. Audio Transcription
5. Article Writing ইত্যাদি।

Call Center

কল সেন্টার কাস্টমার কেয়ার ম্যানেজারের চাকরি বাংলাদেশেও রয়েছে। তবে আপনি চাইলে একজন ফ্রিল্যান্সার হিসেবেও বিদেশি কোম্পানির কল সেন্টার কাস্টমার কেয়ার ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতে পারেন। এখানে আপনার কাজ হচ্ছে কল রিভিস করা ও কল দেওয়া। সেখানে Inbound ও Outbound কল নিয়ে কাজ করতে হয়।

বাংলাদেশের মতো বিদেশি অনেক কোম্পানি রয়েছে, যাদের অনেক কল আসে এবং সেই কলগুলো রিভিস করার জন্য অনেক কর্মচারী কাজ করেন। তারা মাঝে মাঝে ফ্রিল্যান্সারদের দিয়েও

প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি ঘণ্টা অনুযায়ী পেমেন্ট দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। আপনার ইংলিশ স্পিকিং যদি ভালো হয় তবে আপনি এটিও করতে পারেন। কাজ বা প্রোজেক্ট সংগ্রহ করাই হচ্ছে মূল বিষয়।

Language Translation

লেঙ্গুয়েজ বা ভাষা অনুবাদের প্রচুর পরিমাণে কাজ রয়েছে ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসগুলো। এখানে মূল কাজ হচ্ছে একটি লেখাকে অন্য আরেকটি ভাষায় অনুবাদ করে লিখে দেওয়া।

মনে করুন, জাপানি ভাষায় একটি বই রচনা করা হয়েছে বইয়ের মালিক চাচ্ছেন সেই বইটি আরও কয়েকটি ভাষায় তৈরি করতে। এক্ষেত্রে তাকে একটি অনুবাদক এজেন্সির সাহায্য নিতে হবে। অথবা এমন কাউকে দিয়ে কাজ করাতে হবে যে একই সাথে ২-৩টা ভাষা জানেন। জাপানি থেকে যদি চাইনিজ করতে হয় তবে বইয়ের মালিক সেটি জাপানি থেকে ইংরেজি এবং ইংরেজি থেকে চাইনিজ ভাষায় করাবেন। এক্ষেত্রে একজন জাপানি এবং একজন চাইনিজ ব্যক্তির প্রয়োজন হবে, যারা উভয়ই তাদের ভাষা এবং ইংরেজি ভাষা জানেন।

অন্যদিকে আপনি যদি ইংরেজি জানেন এবং চাইনিজ ও জাপানি ভাষা বা অন্যকোনো ভাষা জেনে থাকেন, তাহলে আপনি এই ভাষার ওপরও লেঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেশন বা অনুবাদের কাজ করতে পারবেন। এই ধরনের কাজের চাহিদাও অনেক রয়েছে।

Voice Over

আমরা মাঝে মাঝে টেলিভিশনে বিজ্ঞাপনের ভিডিওতে দেখি ক্যামেরার পেছন থেকে কোনো পুরুষ বা মহিলার ভয়েস শোনা যায়, তিনি হয়তো ঐ প্রোডাক্ট নিয়ে কিছু একটা বলেন। অথবা

কোনো একটি স্টোরি নিয়ে ভিডিও করা হয়েছে, তার সাথে স্টোরিটি সাবটাইটেল দিয়ে একটি সুন্দর ভয়েসে কেউ বলছেন, এ রকমও দেখা যায়। সুতরাং এগুলোই হলো ভয়েস ওভারের কাজ।

সুতরাং আপনার ইংরেজি উচ্চারণ যদি আমেরিকানদের মতো হয় এবং Smooth হয়ে থাকে, তাহলে আপনি তাদের বিভিন্ন ভিডিওতে ভয়েজ ওভার-এর কাজ করতে পারবেন। এসব প্রজেক্ট Fiverr.com মার্কেটপ্লেসে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়।

Audio Transcription

অডিও ট্রান্সক্রিপশন বলতে একটি অডিও ফাইলকে লেখায় রূপান্তর করা বোঝায়। এক্ষেত্রে যে-কোনো অডিও ফাইল হতে পারে বা ভিডিও ফাইলও হতে পারে। ধরুন BBC নিউজে ইংরেজি খবরের ৫ মিনিটের একটি ভিডিও রয়েছে। সেখানে আপনাকে বলা হলো যে নিউজ প্রেজেন্টার যা যা বলছেন আপনি সবই ভালোভাবে বুঝে ইংরেজিতে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে লিখে পাঠান। আমি আপনাকে ৫০ ডলার বা ৪ হাজার টাকা দেব। তাহলে আপনার অভিজ্ঞতা থাকলে অবশ্যই কাজটি করতে পারবেন।

সুতরাং এটিকেই বলা হয় অডিও ট্রান্সক্রিপশনের কাজ।

Article Writing

আর্টিকেল রাইটিং, এটি মূলত লেখালেখির কাজ। আপনার ইংরেজি লিখতে যদি সমস্যা না হয় এবং যে বিষয়টি আপনি ভালো বোঝেন সে বিষয়টি সম্পর্কে আপনাকে লিখতে দেওয়া হলে আপনি অবশ্যই লিখতে পারবেন।

এগুলোকেই মূলত আর্টিকেল রাইটিং-এর কাজ বলে। মার্কেটপ্লেসগুলোতে এ রকম হাজার হাজার প্রজেক্ট রয়েছে যেখানে

বিভিন্ন বায়ার ফ্রিল্যান্সারদের দিয়ে তাদের ওয়েবসাইটে লেখালেখির কাজ করিয়ে নেন।

মনে করুন একজন বায়ারের একটি "হেলোথ টিপস" এর ওয়েবসাইট রয়েছে, যেখানে তিনি প্রতিদিন হেলথ নিয়ে বিভিন্ন টিপস ও সাজেশন দিয়ে লেখালেখি করেন। তাই এর জন্য হেলথ সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা প্রয়োজন। আর তাই তিনি এমন একজনকে দিয়ে কাজ করান, যিনি হেলথ সম্পর্কে কিছুটা হলেও জানেন; অন্যদিকে গুগলে অন্যান্য ওয়েবসাইটে রিসার্চ করেও তিনি লেখার জন্য আইডিয়া পেতে পারেন।

যদি বলা হয় Weight Loss সম্পর্কে ১০০০ ওয়ার্ডের একটি আর্টিকেল লিখুন। তাহলে আপনাকে অবশ্যই ওয়েট লস সম্পর্কে গুগলে রিসার্চ করতে হবে এবং টিপসগুলো তখন আপনার মতো করে লিখে দিতে হবে। কোনো ওয়েবসাইট থেকে কপি করা আইনত দন্ডণীয় অপরাধ। সেটি করা যায় না। সুতরাং এভাবে আপনি কোনো বায়ারের সাথে দির্ঘদিন কাজ করতে পারবেন। ডাটা এন্ট্রির কাজগুলো মূলত দীর্ঘমেয়াদি হয়ে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে ডাটা এন্ট্রির প্রোজেক্টগুলোতে কোনো বায়ার নির্দিষ্ট কোনো কাজ রেগুলার আপনাকে করতে বলবেন না। এখানে আপনি একজন অ্যাসিস্টেন্ট হিসেবে কাজ করছেন। তিনি আপনাকে বিভিন্ন প্রকার কাজ করতে দেবেন। যেমন – ইমেইল চেকিং, রিপ্লাই দেওয়া, গুগল ডোক্সের ওয়ার্ড ফাইলে কিছু লেখা বা এক্সেল শিটে কোনো হিসাব করা, গুগলে সার্চ কোরে কোনো একশ্রেণির কোম্পানির মালিকের কন্টাক্ট অ্যাড্রেস কালেক্ট করা, কোনো ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করা, কোনো ছবি আপলোড করা, ই-কমার্স ওয়েবসাইটের অর্ডার হিসাব করা থেকে শুরু করে

এ রকম যাবতীয় কাজ কর্ম আপনাকে করে দিতে হতে পারে।

তাই অনেকেই চিন্তিত থাকেন যে ডাটা এন্ট্রি কাজ কীভাবে শিখতে হয়। আসলে এখানে শেখার মতো কিছুই নেই। আপনাকে যে কাজটি দেওয়া হবে সেই কাজটি বায়ার আপনাকে স্ক্রিন শেয়ারের মাধ্যমে শিখিয়ে দেবেন। ডাটা এন্ট্রির প্রজেক্ট শুরু করে বায়ার ১ ঘণ্টার একটা ট্রেনিং করাবে আপনাকে। এটি সে রকম কোনো প্রফেশনাল ট্রেনিং নয়। ভিডিও কলের মাধ্যমে বা টিম ভিউয়ার সফটওয়্যার দিয়ে স্ক্রিন শেয়ার করে আপনাকে আপনার কাজ বোঝাবেন। ব্যাস এতটুকুই। আপনাকে শুধু ভালো ইংরেজি জানতে হবে, যেন আপনি ইংরেজিতে লিখতে পারেন এবং পড়ে বুঝতে পারেন। তবে ডাটা এন্ট্রির ক্ষেত্রে ইংরেজি লিখার সময় গ্রামার ভুল করা যাবে না। শুধু বায়ারের সাথে চ্যাট করার সময় আপনি গ্রামার ভুল করলে সমস্যা নেই। কিন্তু তিনি যদি কিছু লিখতে দেন তবে ভুল করা যাবে না।

সাজেশন হিসেবে আমি বলব একজন নতুন ব্যক্তি ডাটা এন্ট্রির কাজগুলোতে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। কিছুদিন দেখুন কেমন লাগছে। পাশাপাশি আপনি অন্যকিছু শিখতে পারেন। এভাবে এগিয়ে গেলে আপনার কাজ সংগ্রহ করার অভিজ্ঞতাও বাড়বে, অন্যদিকে আপনি আরেকটি কাজও শিখতে পারছেন। সুতরাং, দুটি কাজ একই সাথে করতে পারছেন।

ARCHITECTURE DESIGN

ছবিটির দিকে লক্ষ্য করুন

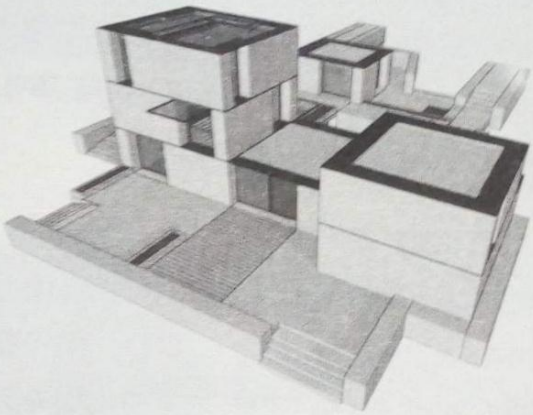

আর্কিটেকচার ডিজাইন/অটোকেড-এর কাজ সম্পর্কে লেখাপড়া করার সুযোগ বাংলাদেশে রয়েছে। অন্যদিকে আপনি যদি এটি না জেনে থাকেন তাহলে কোর্স করতে হবে। যারা কম্পিউটার ডিপ্লোমা নিয়ে আর্কিটেকচার ডিজাইনের ওপরে কাজ করেন তারা বিভিন্ন বিল্ডিং-এর নকশা বা স্ট্রাকচার তৈরি করে থাকেন, যেটি দেখে বিল্ডিংটি তৈরি করা হয়। তাই বিদেশে তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন বিল্ডিং, যেগুলোর নকশা ডিজাইনের কাজগুলোও এখন ফ্রিল্যান্সারদের দিয়ে করানো হয়। আপনি যদি ইতোমধ্যে আর্কিটেকচার ডিজাইনের ওপর লেখাপড়া করে থাকেন, তবে আপনার জন্য এটি একটি প্লাস পয়েন্ট। আপনি এটির পাশাপাশি অন্য কিছু শিখে কাজ শুরু করতে পারেন।

GOOGLE ADSENSE (YOUTUBE/WEBSITE/FB PAGE)

গুগল অ্যাডসেন্স দিয়ে ইনকামের ব্যাপারটি খুবই জনপ্রিয় এবং এটি একটি স্থায়ী আয়ের উৎস। কারণ এ ধরনের আয়ের মাধ্যম থাকলে অল্প কিছু কাজ করেই বসে বসে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা যায়। কীভাবে? চলুন আলোচনা করা যাক –

প্রথমেই আপনাকে জানতে হবে যে Google Adsense কী এবং কীভাবে কাজ করে। Google Adsense হলো গুগলের একটি বিজ্ঞাপন এজেন্সি সার্ভিস। যারা আপনার কোম্পানির বিজ্ঞাপন চাইলে সারা বিশ্বে দিতে পারবে। একটু ভেবে দেখুন, বর্তমানে মানুষ সবচেয়ে বেশি সময় দিচ্ছে কোথায়– টেলিভিশনে নাকি ইন্টারনেট (ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, মেসেঞ্জার, টুইটার, লিংকডইন ইত্যাদি)-এর মাঝে? অবশ্যই উত্তর হবে ইন্টারনেটে। তাই যেহেতু এসব সোশাল মিডিয়া ওয়েবসাইটে মানুষ বেশি প্রবেশ করে, গুগল এগুলোর মালিকের সাথে চুক্তি করে নিয়েছে তাদের ওয়েবসাইটে গুগল বিজ্ঞাপন দেবে। লক্ষ করুন ছবিগুলোর দিকে।

যে কাজ গুলো করলে ইন্টারনেট থেকে আয় করতে পারবেন | Part 3 | Freelancer Nasim

ইন্টারনেট থেকে আয় করার জন্য যে কাজ টি শুরুতে শিখবেন | Part 4 | Freelancer Nasim

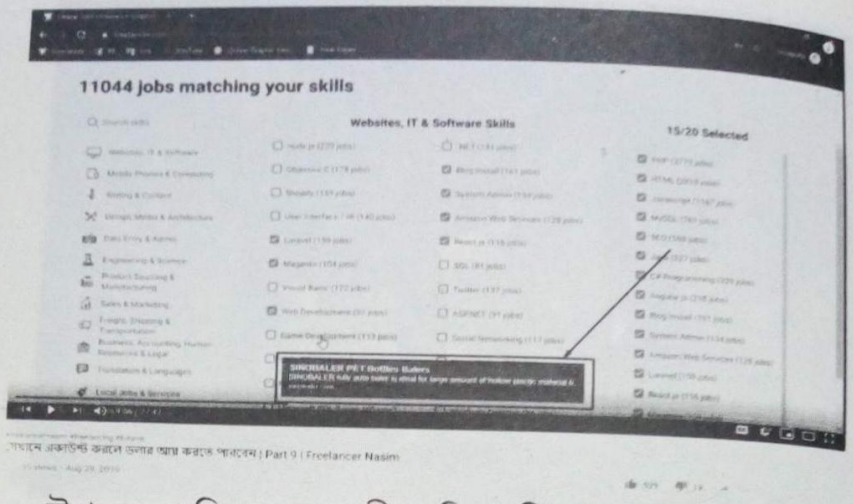

উপরের ছবিগুলোতে তীর চিহ্ন দিয়ে দেখানো মার্ক করা লেখাগুলো হলো "লেখার বিজ্ঞাপন" এবং প্রথম ছবিটির ভিডিওটি একটি বিজ্ঞাপনের ভিডিও। এটি একটি "ভিডিও বিজ্ঞাপন" যা ৫ সেকেন্ড চলে মূল ভিডিও প্লে হওয়ার আগে। কেটে দেওয়ার কোনো অপশন থাকে না। ভিউয়ারসকে দেখতেই হয়। এখানে আরও থাকে 'ব্যানারের বিজ্ঞাপন'। আমরা যখন ইউটিউবে ভিডিও দেখি, তখন এ ধরনের জিনিস চোখে পড়ে। এগুলোই হলো বিজ্ঞাপন, যা গুগল অ্যাডসেন্স থেকে আসছে। আর গুগল অ্যাডসেন্স এগুলো বিভিন্ন কোম্পানির কাছ থেকে নিয়েছে। এক্ষেত্রে গুগল একটি চার্জ কোম্পানি থেকে নেয় এবং সেটির কিছু অংশ ইউটিউব বা ফেসবুক/ইনস্টাগ্রামকে দেয়। কারণ সেখানে গুগল বিজ্ঞাপন দেয়।

কিন্তু ইউটিউব যেহেতু গুগলেরই একটি প্রোডাক্ট বা সার্ভিস, তাই এই অর্থ গুগলের কাছেই রয়ে যায়, যা ইউটিউব অফিসের আন্ডারে হিসাব থাকে।

যা-ই হোক, চলুন জেনে নিই আপনি কীভাবে গুগল অ্যাডসেন্স দিয়ে উপার্জন করবেন :

প্রথমে খুব সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি।

'আমরা অনেকেই সাপ খেলা দেখেছি। সেখানে একজন সাপুড়ে অনেকগুলো সাপ নিয়ে আসেন এবং খেলা দেখানোর আগে মানুষের ভিড় জমায়। কীভাবে ভিড় জমায়? এই ভিড় জমানোর জন্যই এখানে সাপ নিয়ে আসা হয়েছে। এরপর তিনি অনেক ভালো ভালো নীতিকথা বলেন, যা শুনে আমাদের মাঝে অনেকেরই ভালো লাগে। আমরা সাপুরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি। এরপর সাপুড়ের সাপ খেলা দেখানোর পরে তিনি কিছু প্রোডাক্ট অফার করে বসেন এগুলো হলো কোনো তাবিজ, গাছের ছাল ইত্যাদি যা সাথে রাখলে নাকি বালা মুসিবত দূর হয় বলে তিনি বলেন। যাক এসব খুবই সেনসেটিভ জিনিস সেটি আমার আলোচনার বিষয় নয়। এরপর অনেকেই তাবিজ কিনেন'।

এই গল্প থেকে বোঝা যায় যে, তিনি এখানে তাবিজ বিক্রি করলেন তার উদ্দেশ্য ছিল তাবিজ বিক্রি করা। আর তাই তিনি মানুষের দ্বারে দ্বারে না গিয়ে এমন কাজ করলেন যেন মানুষ তার কাছে আসে আর তিনি কোনো এক সিস্টেমে তাদের মোটিভেট করে মজা দিয়ে তাবিজ বিক্রি করেছেন।

ঠিক এই প্রক্রিয়াটিই মার্কেটিং-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

ধরুন আপনি বাংলাদেশ বনাম ভারতের ক্রিকেট ম্যাচ দেখছেন। এসময় লাখ লাখ মানুষ টিভি সামনে বসেন খেলা দেখার জন্য। কিন্তু খেলার মাঝে বিরতিগুলোতে বিভিন্ন শ্যাম্পু, কসমেটিক ইত্যাদির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। কারণ সেই সময় সবাই টিভি দেখে এবং এই সুযোগে ওই কোম্পানিগুলো তাদের প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন করে ফেলে। আর এভাবে চ্যানেলের মালিক টাকা পায়।

ঠিক তেমনি আপনি যদি একটি ইউটিউব চ্যানেলের মালিক হন, তাহলে আপনিও ইনকাম করতে পারবেন। এর জন্য প্রথমেই আপনাকে বেছে নিতে হবে যে আপনি কী নিয়ে ভিডিও করবেন। আপনার যদি কোনো অভিজ্ঞতা থাকে যেটা মানুষের শিখলে কাজে লাগবে, আপনি ইউটিউবে তা শেখাতে পারেন। যখন মানুষ আপনার ভিডিও দেখবে তখন গুগল অ্যাডসেন্স সেখানে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করবে আর আপনি সেখান থেকে টাকা পাবেন।

আমাদের সবার মাঝে কোনো না কোনো ট্যালেন্ট রয়েছে। আপনিও ভেবে দেখুন, আপনি কোন জিনিসটি ভালো পারেন। সেটি দিয়ে ইউটিউবে ভিডিও তৈরি করে আপলোড করতে পারেন। যেমন ধরুন : Drawing, Cooking Racipe, Health Care, Cosmetic, Food Review ইত্যাদি হাজারও জিনিস খুঁজলেই আপনি পেয়ে যাবেন যে কী নিয়ে ইউটিউবিং শুরু করা যায়। এক্ষেত্রে ইউটিউব চ্যানেলকে Google Adsense-এর অ্যাড বহন করার মতো দর্শক থাকতে হবে। তারপর অ্যাডসেন্স কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করলে আপনার চ্যানেলে বিজ্ঞাপন দেখানো শুরু করবে। এ নিয়ে অনেক ভিডিও রয়েছে ইউটিউবে। পরের অধ্যায়ে আলোচনা রয়েছে।

তাহলে এখানে আপনি জানলেন যে Google Adsense-এ কাজ করতে গেলে অবশ্যই ট্রাফিক তথা বেশি বেশি মানুষের প্রবেশ আপনার ইউটিউব চ্যানেল বা ওয়েবসাইট অথবা ফেসবুক পেজে থাকতে হবে। আর এটি তখনই হবে যখন আপনি মানুষের জন্য কাজ করবেন। মানুষ যেসব জিনিস পছন্দ করে বা যেসব শিখতে আগ্রহী সে ধরনের ভিডিও তৈরি করতে পারেন তবেই লাখ লাখ মানুষ আপনার ভিডিও দেখবে।

অন্যদিকে ওয়েবসাইট তৈরি করে ইনকামের ব্যাপারটিও ঠিক একই রকম। ইউটিউবে ভিডিওর মাধ্যমে উপরের উল্লেখিত কাজগুলো করতে হয় আর ওয়েবসাইটে লিখে লিখে ঠিক একই কাজ করতে হয়। খেয়াল করুন, আমরা মাঝে মাঝে অনেক কিছু গুগলে সার্চ দিয়ে খুঁজে এবং পেলে সেই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করি, তাই না? প্রবেশ করার পরে সেখানে বিজ্ঞাপন থাকেই। নিচের ছবিটি লক্ষ করুন :

এটি জনপ্রিয় পত্রিকা "প্রথম আলোর" অনলাইন ওয়েবসাইটের প্রথম পাতা। উপরের ছবিতে লাল দাগ দিয়ে এবং তীর চিহ্ন দিয়ে মার্ক করা ছবি ও লেখাগুলো হলো Google Adsense থেকে আসা। এই ছবি ও লেখার বিজ্ঞাপন প্রথম আলো দেয়নি। প্রথম আলোর ওয়েবসাইটে গুগল পাঠিয়েছে। কারণ প্রথম আলোর ওয়েবসাইটে দৈনিক প্রায় এক লক্ষ মানুষ খবর পড়তে প্রবেশ করে। আর তাই এখানে বিজ্ঞাপন দেওয়া মানে বিশাল ব্যাপার। এই বিজ্ঞাপনের ফলে "প্রথম আলো" একটা মোটা অংকের টাকা গুগল অ্যাডসেন্স থেকে পেয়ে থাকে।

সুতরাং আপনিও এমন একটি ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারেন, যেখানে মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে ভিজিট করবে। আপনি এমন ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারেন যেখানে প্রবেশ করলে মানুষ "হেলথ সম্পর্কিত টিপস" পাবে। অথবা বিভিন্ন বিনোদনমূলক বিষয় নিয়েও আপনি লেখালিখি করতে পারেন। অর্থাৎ আপনি যে বিষয়ের ওপর ভালো দক্ষ সে বিষয় নিয়ে একটি ওয়েবসাইট খুলতে পারেন। এক্ষেত্রে আপনার হয়তো ৪-৫ হাজার টাকা খরচ হতে পারে। কীভাবে খুব সহজে ওয়েবসাইট খুলতে হবে তার জন্য ইউটিউবে অনেক ভিডিও রয়েছে। এছাড়াও পরের অধ্যায়গুলোতে আপনি এই বিষয়ে জানতে পারবেন।

CARTOON বা 3D ANIMATION

বর্তমানে কার্টুন বা থ্রিডি অ্যানিমেশন ভিডিও এবং মুভি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কার্টুন দিয়ে বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন প্রকার সিনেমা তৈরি হচ্ছে, থ্রিডি অ্যানিমেশন দিয়ে বিভিন্ন প্রকার ভিডিও তৈরি করা হচ্ছে, যা সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে বিজ্ঞাপনের ভিডিও তৈরিতে। সুতরাং কার্টুন ভিডিও তৈরি এবং থ্রিডি এনিমেশন দিয়ে বিভিন্ন ইফেক্টস ও বিজ্ঞাপনের ভিডিও তৈরি করেও আপনি ফ্রিল্যান্সিং করতে পারেন। তবে এ ধরনের কাজ একটু অন্যান্য কাজের থেকে কম পাওয়া যায়। আশা করা যায় এ ধরনের কাজগুলোও ধীরে ধীরে অ্যাভাইঅ্যাবল হয়ে উঠবে।

CPA MARKETING

সিপিএ মার্কেটিং এমন এক ধরনের মার্কেটিং, যেখানে একজন ফ্রিল্যান্সার একটি ওয়েবসাইট থেকে কোনো প্রোডাক্ট বা সার্ভিস নিয়ে সেল করে কমিশন আয় করে থাকেন। CPA-এর Elaboration হলো COST PER ACTION। এর মানে হলো, প্রতিটি অ্যাকশন বা কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরেই কোস্ট বা অর্থ প্রদান করা হয়। এখানে আরও অনেক কিছু সিমিলার কাজ রয়েছে। এই কাজটি শিখলে আপনি বাকি টিপসগুলো পাবেন।

ধরুন আমার এই বইটির মূল্য ৫০০ টাকা। আমি একটি কাজ চালু করেছি এবং সেটি হচ্ছে, যে, আপনি আমার বইটি নিজে নিজে মার্কেটিং করে আমার কাছে ক্রেতা পাঠাতে পারলে আমি আপনাকে প্রতি সেলে ১০০ টাকা করে প্রদান করব। এক্ষেত্রে আমি একটি ট্র্যাকিং কোড আপনাকে প্রদান করব। সেটি আপনি প্রত্যেকটি ক্রেতাকে দিয়ে দেবেন আর সেই ক্রেতা কেনার সময় এই ট্র্যাকিং কোড ব্যবহার করবেন। আর সেটি থেকে আমি জেনে যাব যে এই ক্রেতা আপনার রেফারেন্সে এসেছে।

এবার আপনি ভেবে দেখুন, ক্রেতা কোথায় পাবেন? ফেসবুকে বা ইনস্টাগ্রামে গিয়ে মানুষকে বুঝিয়ে বইটি কিনতে বলবেন? না এ ধরনের নিয়ম বা সুবিধা সিপিএ মার্কেটিং-এ নেই বললেই চলে। যদি আমি এই ধরনের নিয়ম বন্ধ করে দেই তাহলে আপনি কী করবেন? অবশ্যই আপনাকে এমন একটি কাজ করতে হবে

যেন ক্রেতারা আপনার কাছে আসেন। আর সেটিই আমি করছি। কিন্তু এখানে আমি নিজেই বইয়ের মালিক। এটি অন্য কেউও করতে পারবে।

যেমন ধরুন আমি আমার ইউটিউব ভিডিওতে মানুষকে ফ্রিতে গাইডলাইন দিই এবং ওয়েব ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্ট শেখাই। এক্ষেত্রে আমি মানুষের জন্য কাজ করছি। মাঝখানে তাদের জন্য আমি এই বইটি রিকমেন্ড বা সাজেস্ট করে দিচ্ছি যে এই বইটি কিনলে তাদের শিখতে সুবিধা হতে পারে আর তাই তারা এই বইটি কিনছেন। সুতরাং আমার জায়গায় অন্য কোনো ইউটিউব চ্যানেল বা ফেসবুক পেইজ যদি একই কাজটি করে আমার বইটি সাজেস্ট করে। তাহলে তারা ট্র্যাকিং কোড ব্যবহার করে আমার বই ক্রয় করার লিংকটি পোস্ট করবে এবং বই সেল হলে প্রতি সেল এ তারা পাবে ১০০ টাকা। ঠিক এটিই হয়ে গেল সিপিএ মার্কেটিং।

তাহলে একজন ফ্রিল্যান্সার হয়ে কীভাবে এটি করা যায়? চলুন যেনে নিই–

সিপিএ মার্কেটিং করার জন্য এখানে সাধারণ ফ্রিল্যান্সারদের মতো খুব একটা প্রজেক্টে অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় না। সিপিএ মার্কেটিং করার জন্য বিভিন্ন ওয়েবসাইট রয়েছে, যেখানে ওয়েবসাইটের মালিক রা তাদের সার্ভিস বা কোনো প্রোডাক্ট লিস্ট করে রাখেন। আমাদের শুধু ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করে সেই সার্ভিস বা প্রোডাক্টগুলো সেল করার জন্য ট্রাফিক/মানুষ তথা ওয়েবসাইটে প্রবেশকারী পাঠাতে হবে। তারা যদি আমাদের লিংকে ক্লিক করে ঐ ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে প্রোডাক্টটি ক্রয় করেন বা সার্ভিসটিতে সাবস্ক্রিপশন করেন, তাহলে আমরা সেটির

জন্য কমিশন/পেমেন্ট পাব। কিন্তু আসল কথা হলো সিপিএ মার্কেটিং এর জন্য যেসকল অফার বা কাজ পাওয়া যায়, সেগুলো বাংলাদেশে বিজ্ঞাপন দিয়ে করা সম্ভব নয়। খুব একটা আশঙ্কা নেই। ৫% ও ভাবা যায় না। তাই সিপিএ মার্কেটিং-এর জন্য ওয়েবসাইট মালিকরা ট্রাফিক সোর্স বা প্রবেশকারীর দেশও নির্বাচন করে দেন। এর মানে হলো আপনাকে যদি বলা হয় যে এই সার্ভিসটি সেল করার জন্য শুধু আমেরিকা থেকে ভিজিটর পাঠালেই কেবল আপনি পেমেন্ট পাবেন। নয়তো পাবেন না। তাই আমেরিকান ট্রাফিক ম্যানেজ করা আমাদের শিখতে হবে। নিচে কিছু জন্যপ্রিয় সিপিএ মার্কেটিং করার ওয়েবসাইট দেওয়া হলো :

1. MaxBounty.com
2. Clickbooth.com
3. Peerfly.com
4. W4.com
5. Clickdealer.com
6. CrackRevenue.com
7. Globalwidemedia.com
8. CpaLead.com
9. CpaTrend.com
10. Adworkmedia.com ইত্যাদি।

গুগলে "top Cpa Networks" লিখে সার্চ করলে আপনি অনেক সিপিএ মার্কেটিং ওয়েবসাইট পাবেন। এছাড়াও আপনি ভিজিট করতে পারেন offervault.com, যেখানে দেখতে পাবেন ভালো ভালো সিপিএ মার্কেটিং-এর ওয়েবসাইটের লিস্ট এবং কোন ওয়েবসাইট কোন ধরনের বিজ্ঞাপনের কাজ বেশি দিচ্ছে সেগুলোর লিস্ট। অন্যদিকে সেই ওয়েবসাইট গুলো Trusted কি

না, পেমেন্ট প্রুফসহ আপনি affpaying.com ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে সার্চ করে দেখতে পারেন। সুতরাং এখানে টাকা চলে যাওয়ার কোনো ভয় নেই।

তাই এই কাজটিও বর্তমানে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ করছেন। মার্কেটিং সম্পর্কিত যে-কোনো কাজই অনেক ভালো এবং স্থায়ীভাবে উপার্জন করা সম্ভব।

আশা করি সিপিএ মার্কেটিং সম্পর্কে একটি ধারণা পেয়েছেন। এখন বাকি কাজগুলো যেমন, ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন কীভাবে করতে হবে, কীভাবে কাজ করতে হবে এবং কীভাবে টাকা ব্যাংকে নিয়ে আসবেন এসব বিষয় সিপিএ মার্কেটিং-এর কোর্সে শেখানো হয়। কিন্তু তার আগে এই ব্যাপারে গাইডলাইন প্রয়োজন, আর সেটি আপনি এই বই পড়ে পাচ্ছেন।

AFFILIATE MARKETING

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এবং সিপিএ মার্কেটিং প্রায় এক রকমই। সামান্য এদিক ওদিক হতে পারে। অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং মানে হলো কোনো ওয়েবসাইটের প্রোডাক্ট বা পণ্য নিজে সেল করে কমিশন আয় করা।

এক্ষেত্রে আমরা অনেকেই Amazon.com এর নাম শুনেছি, যেখানে রয়েছে বিশ্বের সব ধরনের প্রডাক্ট। লক্ষ লক্ষ প্রোডাক্ট রয়েছে এই ই-কমার্স ওয়েবসাইটটিতে। তাই এখান থেকে বাংলাদেশের অনেক ছাত্র-ছাত্রী অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করে লেখাপড়ার পাশাপাশি টাকা ইনকাম করে সাবলম্বী হয়েছে এবং হচ্ছে। সুতরাং আপনিও চাইলে একসাথে সিপিএ মার্কেটিং ও এফিলিয়েট মার্কেটিং একসাথে করতে পারেন।

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং-এর জন্য আপনার একটি ওয়েবসাইট বা ইউটিউব চ্যানেল বা ফেসবুক পেজ থাকতে হবে। যেখানে আপনার ভিউয়ারস থাকবে, ফলোয়ারস থাকবে।

ধরুন আপনি একটি মোবাইলের "কাভার" নিয়ে কাভারটির বিষয়ে আপনার ওয়েবসাইটে একটি আর্টিকেল লিখেছেন। সেখানে যুক্ত করেছেন সুন্দর একটি কাভারের ছবি এবং সেই পেজের লিংকটি আপনি কপি করে আপনার ফেসবুক পেইজে বা ওয়ালে পোস্ট করলেন। এতে আপনার ফ্যানস ফলোওয়ারস

অনেকেই লিংকে ক্লিক করে পোস্টটি পড়বেন। যখন তারা পোস্টটি পড়বেন তখন আপনার ভিজিটর সংখ্যা বাড়ছে। এতে আপনি Google Adsense থেকে বিজ্ঞাপন তো ব্যবহার করতে পারবেনই, অন্যদিকে অই "কাভার"-এর ব্যাপারে লেখাটির মাঝখানে কোনো এক জায়গায় মূল প্রোডাক্টের লিংকটি লিখে দিলে যাদের ভালো লাগবে তারা তাতে ক্লিক করে প্রোডাক্টি কিনলে আপনি একটি নির্দিষ্ট অংকের কমিশন পাবেন আপনার অ্যাফিলিয়েট অ্যাকাউন্টে।

যেমন, Amazon.com প্রায় ১৫% পর্যন্ত কমিশন দিয়ে থাকে। তাই আপনি যদি ১০০ ডলারের কোনো প্রোডাক্ট বিক্রি করে দিতে পারেন, আপনি পাচ্ছেন ১৫ ডলার। অন্যদিকে আপনি যখন লিংকটি আপনার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ফেসবুকে শেয়ার করবেন, তখন সেখানে এক বা একাধিক মানুষ অনলাইনে অর্ডার করতে পারে।

মূল ব্যাপার হলো, আপনার কোনো ফেসবুক পেজে বা ইউটিউব চ্যানেল বা ওয়েবসাইটে যদি বিদেশি ভিজিটর বেশি থাকে তাহলে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করা আপনার জন্য সহজ হবে। অন্যদিকে আপনি যখন কোর্স করবেন তখন ট্রাফিক বা ভিজিটর ম্যানেজ করা সম্পর্কে অনেক কিছু শিখতে পারবেন। একটু ভেবে দেখুন SEO-এর ব্যাপারটি। আপনি একটি ওয়েবসাইট তৈরি করে SEO করে নিতে পারেন, তাহলে মানুষ কোনো একটি বিষয় নিয়ে সার্চ করলে আপনার ওয়েবসাইটটি সামনে চলে আসতে পারে, আর আপনিও ভিজিটর পেয়ে যাবেন। এ রকম অনেক সিস্টেমে আপনি আপনার ভিজিটর ম্যানেজ করতে পারবেন।

DIGITAL MARKETING

ডিজিটাল মার্কেটিং বা ইন্টারনেট মার্কেটিং ব্যাপারগুলো প্রায় একই রকমই। এগুলো নিয়ে বেশি চিন্তিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। উইকিপিডিয়া অনুযায়ী ডিজিটাল মার্কেটিং বলতে ডিজিটাল টেকনোলজি ব্যবহার করে যে সমস্ত মার্কেটিং বা প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, সেটিকেই বলা হয় ডিজিটাল মার্কেটিং। অর্থাৎ মূলত ইন্টারনেট ব্যবহার করে যেসব মার্কেটিং করা হয়, সেগুলোই হলো ডিজিটাল মার্কেটিং অন্যদিকে মোবাইল অ্যাপস এ ছোট ছোট বিজ্ঞাপন দেখা যায়, মোবাইলে এসএমএস-এর মাধ্যমে বিভিন্ন অফার চলে আসে, বিভিন্ন প্রোডাক্ট-এর বিজ্ঞাপন এসএমএস-এর মাধ্যমে আসে, কল করেও অনেকেই বিজ্ঞাপন দেয়। সুতরাং ডিজিটাল মাধ্যম বা মিডিয়াম ব্যবহার করে যে-কোনো মার্কেটিং করলেই সেটি ডিজিটাল মার্কেটিং-এর আওতায় পড়ে।

আর তাই আপনি যদি সিপিএ মার্কেটিং করেন বা অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করেন, প্রকৃতপক্ষে এগুলোও হলো এক প্রকার ডিজিটাল মার্কেটিং বা ইন্টারনেট মার্কেটিং।

DROPSHIPPING

ড্রপশিপিং বর্তমানে ঘড়ে বসে অল্প সময়ে একটি প্যাসিভ ও স্থায়ী ইনকামের জন্য বহু জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে উঠেছে। তাই ড্রপশিপিং শিখতে হলে প্রথমে এই কাজ সম্পর্কে আপনার পুরো ধারণা থাকতে হবে। নয়তো শিখতে গিয়ে সমস্যা হতে পারে।

ড্রপশিপিং-এর মূল কাজ হলো প্রোডাক্ট সেল করা; কিন্তু এখানে আপনি আপনার প্রোডাক্ট সেল করবেন না। অনলাইনে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অন্যকোনো কোম্পানির প্রোডাক্ট সেল করবেন। কীভাবে? চলুন আলোচনা করা যাক :

মনে করুন, আপনার একটি ই-কমার্স ওয়েবসাইট রয়েছে, কিন্তু আপনার কোনো প্রোডাক্ট বা পণ্য নেই। তাহলে এক্ষেত্রে আপনি পণ্য না কিনেই অনলাইনে সেল করতে পারেন। এটি আপনি বাংলাদেশেসহ সারা বিশ্বে করতে পারবেন। কারণ বাংলাদেশেও এখন মানুষ অনলাইনে পণ্য কেনা-বেচা করেন। তাই আপনি আপনার ওয়েবসাইটে প্রোডাক্টের ছবি, বিবরণ, মূল্য ইত্যাদি সব কিছু দিতে পারেন। এবার ভাবছেন প্রোডাক্ট কোথায় পাবেন? খুবই সহজ। এক্ষেত্রে আপনি বাংলাদেশের ভালো কোনো শপিংমল ও ইলেক্ট্রোনিক্স-এর সপের সাথে ডিল করতে পারেন। তারা যে মূল্য দেবে আপনি তার থেকে সামান্য লাভ রেখে বিক্রি করতে পারেন। সেক্ষেত্রে যখন কেউ অনলাইনে প্রোডাক্টটি অর্ডার

করবে, পেমেন্ট আপনার হাতে চলে আসবে এবং ক্রেতার ফোন নাম্বার ও ঠিকানা ইমেইলে পেয়ে যাবেন এবং সেই ইমেইল ফরোয়ার্ড করে শপিংমলে পাঠালে তারা সেটিকে কুরিয়ার করে ক্রেতার কাছে পাঠাবেন। আপনি এর পরে আপনার লাভ রেখে মাসের শেষে তাদের পাওনা তাদের বুঝিয়ে দিয়ে আয় করতে পারেন। এটি হলো লোকালভাবে প্রোডাক্ট ম্যানেজ করে ড্রপশিপিং করা।

কিন্তু এভাবে করতে গেলে আপনি বাংলাদেশের অর্ডার বেশি পাবেন, বাইরের দেশের অর্ডার তেমন একটা পাবেন না। এক্ষেত্রে লাভ ঠিকমতো না-ও হতে পারে। তাই বেশকিছু কোম্পানি দিচ্ছে ড্রপশিপিং করার জন্য কিছু Open Source-এর জন্য বেশকিছু সফটওয়্যার রয়েছে, নিচে কিছু তালিকা দেওয়া হলো–

1. AliExpress
2. SaleHoo
3. Doba
4. Wholesale2B
5. World Wide Brands
6. Wholesale Central
7. Dropship Direct
8. Sunrise Wholesale
9. MegaGoods
10. InventorySource
11. National Dropshippers
12. Dropshippers.com

এগুলো হলো ড্রপশিপিং প্ল্যাটফর্ম। এ রকম অনেক প্ল্যাটফর্ম রয়েছে গুগলে 'Best Dropshipping Platforms' লিখে সার্চ করলে আরও ভালো করে বিস্তারিত পড়তে পারবেন। তবে

এখানকার মধ্যে AliExpress জনপ্রিয় বলে আমি মনে করি। এদের কাজ হলো ম্যানুফ্যাকচারার ও সাপ্লাইয়ারদের কোম্পাইল করে প্রোডাক্ট বা পণ্য কাস্টমার পর্যন্ত পৌছাতে যাবতীয় কাজ করে। এগুলোর মধ্যে অনেক প্ল্যাটফর্ম কাজে লাগিয়ে আপনি Amazone.com, Alixpress.com, Alibaba.com, Ebay.com, Daraz.com ইত্যাদি বিভিন্ন ই-কমার্স ওয়েবসাইটের প্রোডাক্টও একসাথে নিয়ে কাজ করতে পারবেন। শুধু তা-ই নয়, এখানে আপনার কাজ শুধু ওয়েবসাইটটি তৈরি করে প্রোডাক্ট লিস্ট করা এবং ওয়েবসাইট টির মার্কেটিং করে ভিজিটর নিয়ে আসা। এর জন্য আপনাকে কিছু টাকা খরচ করতে হবে ওয়েবসাইট তৈরি ও SEO মার্কেটিং করার জন্য।

ড্রপশিপিং ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য সাজেস্টেড কিছু ওয়েবসাইট ফ্রেমওয়ার্ক দেওয়া হলো :

1. Wordpress (Woocommerce)
2. Shopify
3. Prestashop
4. Magento ইত্যাদি।

এসমস্ত ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করে ইউটিউবে ভিডিও দেখে দেখে আপনি সহজেই একটি ড্রোপশিপিং ওয়েবসাইট নিজেই তৈরি করতে পারবেন। এর জন্য "How to make a dropshipping website easily" লিখে ইউটিউবে সার্চ করলেই আপনি অনেক ভিডিও পাবেন, যেখান থেকে আপনি শিখতে পারবেন কীভাবে ড্রপশিপিং ওয়েবসাইট তৈরি করতে হয়। এছাড়াও আপনি কিছু টাকা দিয়ে কোনো ওয়েবসাইট ডেভেলপারকে দিয়েও কাজটি করিয়ে নিতে পারেন। এক্ষেত্রে ২০০ ডলার বা ১৫-২০ হাজার টাকা খরচ হতে পারে।

সব কিছু ঠিকভাবে সেটাআপ করার পরে আপনাকে ওয়েবসাইটটির মার্কেটিং করতে হবে। আপনার ওয়েবসাইটে অর্ডার আসলে এইসব "ওপেন সোর্স" সফটওয়্যার প্রদানকারী প্রোডাক্টটি ক্রেতার কাছে পৌছানো পর্যন্ত যাবতীয় কাজ করবে। তাই আপনাকে কুরিয়ার-এর ঝামেলা ফেস করতে হচ্ছে না।

সুতরাং, ড্রপশিপিং-এর মূল কাজ এটাই। আপনি চাইলে নিঃসন্দেহে এটিও করতে পারেন। একবার আপনার ওয়েবসাইট র‍্যাংকে উঠে গেলে আপনি হাজার হাজার ডলার উপার্জন করতে পারবেন। কারণ সারা বিশ্ব থেকে ক্রেতারা আপনার ওয়েবসাইটে প্রোডাক্ট কিনতে আসবে।

আসলে ব্যাপারগুলো ভাবতে একটু অদ্ভুত লাগতে পারে। ওয়ার্ল্ড পরিবর্তন হয়েছে, যুগ পরিবর্তন হয়েছে, দিনের পর দিন পরিবর্তন হতেই চলেছে। তাই এসব এখন আর স্বপ্ন নয়। বাস্তবে সম্ভব। তাই দেরি না করে আপনার ভালো লাগার কাজটি শিখে কাজ শুরু করতে পারেন। কোনো কাজই সহজ নয়। সব কিছুর পেছনে পরিশ্রমের প্রয়োজন রয়েছে।

এবার ফিরে যাই আপনার পূর্বের প্রশ্নে, কোন কাজ শিখবেন কোথায় শিখবেন ইত্যাদি।

কোন কাজটি শিখব

কোন কাজটি শিখতে হবে সেটি জানার জন্য প্রায় ১৬টি ক্যাটাগরি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এর পরেও অধিকাংশ মানুষ আবার একই প্রশ্ন করবেই যে-কোনটি শিখলে ভালো হয়। কোনো এক্সপার্ট বলে দিলে ভালো হয়।

তো চলুন কোন অভিজ্ঞতার ফ্রিল্যান্সারকে কখন প্রয়োজন হয় সেটি জেনে নেওয়া যাক :

মনে করুন, একজন বিদেশি বায়ার একটি ই-কমার্স ওয়েবসাইট তৈরি করবেন। যেখানে তিনি তার প্রোডাক্টগুলো সেল বা বিক্রি করবেন। এক্ষেত্রে তার সর্বপ্রথম প্রয়োজন হবে একজন ওয়েব ডিজাইনারের। ওয়েব ডিজাইনার ফ্রিল্যান্সার ওয়েবসাইটটি ডিজাইন করে দিতে গেলে সেখানে প্রয়োজন হবে কিছু ছবি, আইকন ও ব্যানারের, যেগুলো করবেন একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার। তাই একজন ওয়েব ডিজাইনার ও গ্রাফিক্স ডিজাইনারকে সেই বায়ারটি Hire করবেন। সব ধরণের ডিজাইনের কাজ শেষ হয়ে গেল।

এরপরে আসে ওয়েবসাইটে লেখালেখি কনট্যান্টের প্রয়োজন। প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন ও প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য ড্যাটা এন্ট্রি ফ্রিল্যান্সার-এর প্রয়োজন।

এরপরে সেই ওয়েবসাইটকে সবার কাছে পরিচিত করানোর জন্য প্রয়োজন হবে মার্কেটিং-এর। যেভাবে একটি নতুন কোম্পানি চালু হলে মার্কেটিং করে সবার কাছে পরিচিত করাতে হয়, ঠিক সেভাবে। সুতরাং এখানে সেটি করতে গেলে প্রয়োজন হবে SEO ফ্রিল্যান্সারের।

ওয়েবসাইটের বিভিন্ন ভিডিও বিজ্ঞাপন তৈরি করতে হলে দরকার পরবে ভিডিও এডিটর ও 3D অ্যানিমেশন তৈরিকারকের। সেখানেও ফ্রিল্যান্সার প্রয়োজন।

অন্যদিকে প্রোডাক্ট বেশি বেশি সেল হলে কাস্টমারদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরের জন্য কল সেন্টার সাপোর্ট ম্যানেজার ফ্রিল্যান্সারের প্রয়োজন হবে।

সেই ই-কমার্স ওয়েবসাইটের মোবাইল অ্যাপস তৈরি করলে মানুষ অ্যাপস ডাউনলোড করে সহজেই কেনাকাটা করবেন। সেখানে একজন মোবাইল অ্যাপস ডেভেলপার-এর দরকার পড়বে।

এরপরে বায়ারের অফিসে অনেক কর্মচারী এসব হিসাবপত্র করার জন্য কম্পিউটারে কাজ করবেন আর সেজন্য প্রয়োজন হবে হিসাবপত্র করার মতো ডেস্কটপ সফটওয়্যার তৈরি, যেটি শুধু মাত্র বায়ার-এর অফিসের কাজে ব্যবহৃত হবে।

সুতরাং একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন যে আমি যেসসব ক্যাটাগরি নিয়ে আলোচনা করেছি, সেগুলোর প্রায় সব ধরনের স্কিল ব্যবহার হচ্ছেই স্টেপ বাই স্টেপ। SEO চালু রাখতেই হবে। এজন্য SEO জানা ফ্রিল্যান্সার-এর কাজের অভাব হবে না। প্রোডাক্ট আপলোড করতে গেলে প্রোডাক্ট-এর ছবিগুলো গ্রাফিক্স ডিজাইনার-এর মাধ্যমে পরিষ্কার করতে হবে। সাদা

বেকগ্রাউন্ডে পরিবর্তন করতে হবে। ওয়েবসাইটে নানা সমস্যা হলে একজন ডেভেলপার দেখাশোনা করবেন। এভাবে প্রায় সব ক্যাটাগরির অভিজ্ঞতার ফ্রিল্যান্সাররা কাজ পেতেই থাকবে।

সৎভাবে বলতে গেলে, আমার দেখানো সব কাজের মধ্যেই ভালো ক্যারিয়ার আছে। ভালো উপার্জন রয়েছে। কোনোটির উপার্জন ১ বছর পর শুরু হতে পারে আবার কোনোটির উপার্জন ৬ মাসেও হতে পারে। এবারের আলোচনা এগুলো নিয়েই।

কোন কাজ শিখবেন তার আগে ভাবতে হবে আপনার সময় কতটুকু রয়েছে। অনেকেই বলে থাকেন যে, যত সময় প্রয়োজন দেব। এক বছরে না হলে দরকারে দুই বছরেই শিখব। আসলে আমি এসব বিষয়ের আলোচক হিসেবে এতটুকু অভিজ্ঞতা পেয়েছি যে সবার ধর্য এক নয়। একটু খেয়াল করে দেখুন, পূর্বে একটি অধ্যায় ছিল যেখানে বলা ছিল যে ফ্রিল্যান্সিং-এর কাজ শিখতে হলে কী কী জানতে হবে। সেখানে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ইত্যাদির ওপরে জোর দেওয়া হয়েছিল বেশি। একজন ভালো দক্ষ ব্যক্তির কাছে ওয়েব ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে বাকি সব কাজগুলো শিখতে দৈনিক ৭-৮ ঘণ্টা পরিচর্চার মাধ্যমে ৬ মাস থেকে ২-৩ বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।

যদি আমার কথা বলি, তবে আমি যখন নবম শ্রেণি ও দশম শ্রেণির মাঝামাঝিতে ছিলাম তখন থেকে শুরু করে প্রায় ৬ মাসের মধ্যে সব শিখে ফেলেছিলাম। এক্ষেত্রে ওয়েব ডিজাইন শিখতে আমার সময় লেগেছিল ১ মাসের মতো। আর ডেভেলপমেন্ট শিখতে ৪-৫ মাস লেগেছিল।

মুলত এখানে সিক্রেট হচ্ছে, যাদের বয়স একটু কম আমরা জানি তাদের ব্রেইন খুব শার্প থাকে। কোনোকিছু শিখতে তাদের

সময় বড়দের থেকে একটু কম লাগে এমনটিই আমরা জানি। তবে যে স্কুল-কলেজে পড়ে তার এসব কাজ শিখতে লেখাপড়ার পাশাপাশি দৈনিক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৫-৭ ঘণ্টা করে সময় দিলে প্রায় ১ বছরে একজন ভালো ওয়েব ডিজাইনার হতে পারবে। আমার দেখানো ১৬টি ক্যাটাগরির মধ্যে সবচেয়ে কঠিন কাজগুলো হচ্ছে : ওয়েব ডিজাইন, ডেভেলপমেন, মোবাইল অ্যাপস ও কম্পিউটার সফটওয়্যার তৈরির কাজগুলো। বাকিগুলো প্রায় সহজ।

এই কঠিন কাজগুলো শিখলে সুবিধা বেশি হবে। যেমন আপনি ইন্সট্যান্ট পেমেন্ট নিয়ে কাজ করতে পারবেন। মানে হচ্ছে কেউ আপনাকে একটি ওয়েব ডিজাইন বা সফটওয়্যার তৈরি করতে দিল আপনি তা ১ সপ্তাহ বা ১ মাসে শেষ করে একটি ভালো অ্যামাউন্টের পেমেন্ট পাবেন। অন্যদিকে আপনি যদি গুগল অ্যাডসেন্স নিয়ে ইউটিউব বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আয় করতে চান, তবে আপনাকে আগে ভিজিটর বাড়াতে হবে আর তারপরেই আপনার ইনকাম ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করবে।

এখানে সাধারণত পুরো ডিসিশনটিই আপনার।

এরপরও আমি একজন এক্সপার্ট হিসেবে আমার তরফ থেকে বয়স ও পেশা অনুযায়ী কোন কাজ শিখলে ভালো হবে তা আমার মতামত অনুযায়ী দেওয়ার চেষ্টা করছি। এটি সবাইকে না মানলেও চলবে।

বয়স ও পেশা অনুযায়ী যে কাজগুলো শিখতে পারেন

যদি আপনি অনার্স-মাস্টার্স শেষ না করে থাকেন, তাহলে আমি অবশ্যই আপনাকে সাজেস্ট করব ওয়েব ডিজাইন, ডেভেলপমেন্ট/ মোবাইল অ্যাপস/সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট/ গ্রাফিক ডিজাইন ইত্যাদি থেকে যে-কোনো একটি কাজ শেখা শুরু করুন। অথবা আপনার যেটি ভালো লাগে সেটিও আপনি শিখতে পারেন। আমার এগুলোতে বেশি জোর দেওয়ার একটাই কারণ আর সেটি হচ্ছে যে বর্তমান ওয়ার্ল্ড এখন অনেক এগিয়ে গেছে। আর সেটি বিবেচনা করলে দেখা যায়, কোডিং প্রোগ্রামিং, রোবটিক্স সিস্টেমের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। এমন একটি সময় আসবে যখন প্রায় সব ধরনের কাজ রোবটের দ্বারা করা সম্ভব হবে। তখন এসব আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহারে কোডিং প্রোগ্রামিং-এর প্রয়োজন হবে। অন্যদিকে পুরো পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্য দিনে দিনে অনলাইনভিত্তিক হচ্ছে। সেদিকে খেয়াল রেখেও কোডিং প্রোগ্রামিং-এর কাজ জানা থাকলে ভালো কোম্পানিতে চাকরি পেতে পারেন অথবা ফ্রিল্যান্সিং করতে পারবেন। অন্যদিকে আপনার লেখাপড়ার সার্টিফিকেট তো রয়েছেই। আপনার একটি আলাদা অতিরিক্ত অভিজ্ঞতা রয়ে গেল।

অন্যদিকে ছেলেরা যারা অনার্স-মাস্টার্স শেষ করেছেন, চাকরি করছেন বা চাকরি পাননি বা মেয়েদের মধ্যে যদি গৃহিণী হয়ে থাকেন বা চাকরি করছেন, তাদের অবশ্যই বলব যে কোডিং

প্রোগ্রামিং-এর কাজগুলো শেখার জন্য ৫-৬ মাস চেষ্টা করুন। যদি আপনাদের মনে হয় যে এটি শিখতে ভালো লাগছে এবং আপনি শিখতে পারবেন, আপনার ধৈর্য রয়েছে, সময় রয়েছে। তবে আপনারাও এসব শিখুন।

আর যদি একদমই না হয়, তাহলে সবচেয়ে ভালো হবে গ্রাফিক ডিজাইন শেখা। ভালোভাবে শিখে কাজ শুরু করতে পারেন। এটি শিখতেও ভালো লাগবে।

এরপরেও যদি না হয় তাহলে গুগল অ্যাডসেন্স থেকে আয় করা যায় ড্যাটা এন্ট্রি বা অথবা ড্রেপশিপিং, গুগল অ্যাডসেন্স করতে গেলে যেহেতু আপনার ইউটিউব বা ওয়েবসাইটের প্রয়োজন হচ্ছে আপনাকে যে-কোনো একটি চয়েজ করতে হবে এবং ওয়েবসাইট চয়েজ করলে সবচেয়ে ভালো হবে যদি ইংরেজিতে সব লেখালেখি করতে পারেন। বাংলায় লিখলে আয় কম হবে। ইংরেজিতে লিখে যদি মাসে হয় ২০০ ডলার, বাংলায় লিখে হবে ৩০-৪০ ডলার।

সুতরাং এই ছিল আমার মতামত। অন্যদিকে ক্যাটাগরি ডেসক্রিপশন অধ্যায়ে সব কাজের ধরন সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। প্রয়োজনে বারবার পড়ে নিজেই ঠিক করুন আপনি কোনটি শিখবেন।

এসব কাজ কোথায় শেখা সম্ভব

আমি এ পর্যন্ত যে ক্যাটাগরিগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি, সেগুলো সব শেখার জন্য সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে ২টি রাস্তা রয়েছে।

1. YOUTUBE
2. TRAINING CENTER

আমি একজন এক্সপার্ট হিসেবে শুধু এতটুকু বলতে চাই যে সবচেয়ে ভালো হবে ইউটিউব থেকে শিখলে। এক্ষেত্রে আপনার অনেক অর্থ বেচে যাবে। যে জিনিসটি আপনাকে ট্রেনিং সেন্টারে গিয়ে ১৫-৩০ হাজার টাকায় শিখতে হবে সেটি আপনি চাইলে নিজেই ইউটিউবে বাড়িতে বসেই ফ্রি শিখতে পারেন।

এখন আপনি ভাবতে পারেন যে একা একা ইউটিউবে কীভাবে সম্ভব। হ্যাঁ সম্ভব বলেই আমি ২০১০-২০১২ সালের দিকে শুধু ওয়েবসাইটে আর্টিকেল পড়ে আর অল্প কিছু ভিডিও ডাউনলোড করে দেখে দেখে শিখেছি।

আর আজকের যুগে হাজারও কোর্সের ভিডিও ফ্রি আপলোড করা হয়েছে, হচ্ছে এবং হতেই থাকবে।

আপনার মনে আবারও প্রশ্ন হতে পারে যে ফ্রিল্যান্সার নাসিম তো আর সবাই হতে পারে না। সবার ব্রেইন এক হতে পারে না।

হ্যাঁ আমি নিজেও মানি। কিন্তু এই কথাটি বলে যত পার্সেন্ট মানুষ নিজেকে দুর্বল ভেবে ফাঁকি দেয়, প্রকৃতপক্ষে সবাই ততটাও দুর্বল নয়।

সুতরাং কে কতটা দুর্বল সেটি বিবেচনা না করে ট্রেনিং সেন্টারে যাওয়ার আগে ইউটিউবে ২ মাস প্রতিদিন ৫-৭ ঘণ্টা করে আপনার পছন্দের কাজটি শেখার জন্য ভিডিও কোর্সগুলো দেখুন। শেখার চেষ্টা করুন। দিকনির্দেশনা ফলো করুন। আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে আপনার ইউটিউব দিয়েই কাজ শেখা হচ্ছে নাকি ট্রেনিং সেন্টার প্রয়োজন। ইউটিউবের কোন চ্যানেলের ভিডিও দেখতে হবে সেগুলোর রেফারেন্স শেষের পাতায় দেওয়া রয়েছে।

ইউটিউব থেকে যেভাবে শিখবেন

আপনি এই বইয়ের মধ্যে দেওয়া ১৬ টি ক্যাটাগোরির মধ্যে যে কাজটি শিখতে চাচ্ছেন সেগুলোর টাইটেল-গুলো নিয়ে একটি "স্পেস" দিয়ে লিখতে হবে "TUTORIAL"। তারপরে সার্চ করতে হবে।

যেমন : HTML TUTORIAL, CSS TUTORIAL এভাবে এক-এক করে সার্চ করে করে শিখতে হবে।

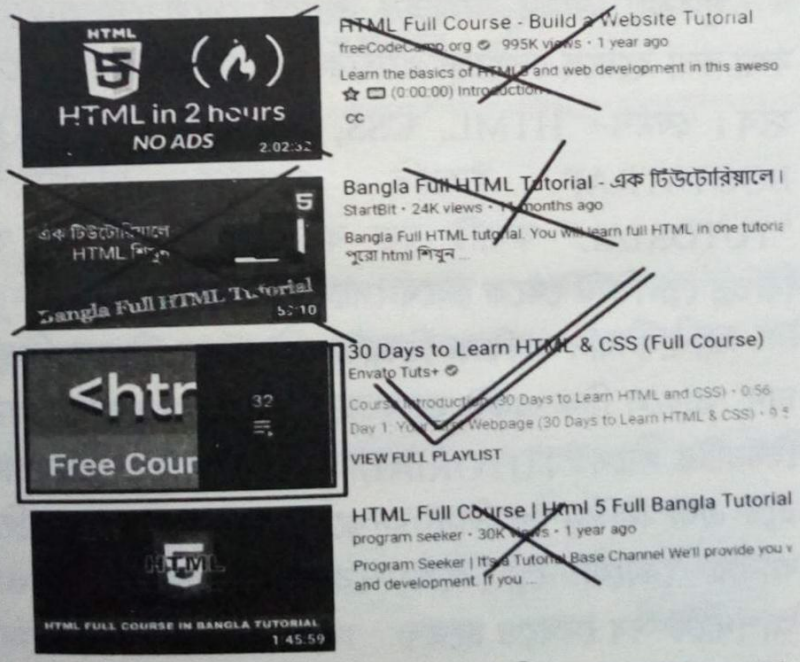

উপরের ছবিতে কিছু ভিডিওতে 'ক্রস' চিহ্ন দেওয়া রয়েছে। এর মানে হচ্ছে এসব সিংগেল ভিডিও দেখে আপনি কিছু বুঝতে

পারবেন না। আপনাকে ১,২,৩ এভাবে সিরিয়ালি দেখতে হবে। একটু লক্ষ করুন, যেখানে টিকচিহ্ন দেওয়া রয়েছে, সেখানে ৩২টি ভিডিও দেওয়া আছে। এ রকম শুধু একটি প্লে লিস্ট দেখলে হবেনা। HTML TUTORIAL লিখে সার্চ করার পরে স্ক্রল করতে থাকলে আপনি এইরকম অনেক সিংগেল ভিডিও পাবেন এবং প্লে-লিস্ট পাবেন। আপনাকে সেই প্লে-লিস্টগুলোর মধ্যে কমপক্ষে ৫টা করে প্লে-লিস্টে ভিডিও দেখতে হবে। একই ভিডিও ৫ জনের চ্যানেল থেকে দেখার জন্য বলা হচ্ছে একটা কারণেই, সেটি হলো, আপনি যদি ৫ জনের কাছে একটি সেম জিনিস শিখতে যান তবে অনেক নতুন কিছু শিখতে পারবেন এবং সেটি আপনার পার্ফেক্টভাবে শেখা হবে। এভাবেই আপনাকে শিখতে হবে। শুধু মাত্র ২-৩টা টিউটোরিয়াল দেখে শেখা সম্ভব নয়।

সুতরাং, ওয়েব ডিজাইন শিখতে গেলে যে আইটেমগুলোর কথা বলা হয়েছে সেগুলো প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা করে শিখতে হবে। যেমন– HTML, CSS, JAVASCRIPT, JQUERY, BOOTSTRAP ইত্যাদি এগুলোর প্রতিটির শেষে "TUTORIAL" কথাটি যুক্ত করে সার্চ করে করে আপনাকে বিভিন্ন প্লে-লিস্ট থেকে দেখে দেখে শিখতে হবে।

আপনি যদি গ্রাফিক ডিজাইন বা অন্য কোনো কিছু শিখতে চান, তাহলে ঠিক একই ভাবে আপনাকে সার্চ করার সময় শেখার বিষয়টির সাথে 'TUTORIAL' শব্দটি ব্যবহার করে সার্চ করতে হবে এবং বিভিন্ন প্লে-লিস্ট দেখতে হবে। কোনো প্লে-লিস্টে কম আবার কোনো প্লে-লিস্টে বেশি ভিডিও থাকতেও পারে। আপনাকে সব দেখতে হবে।

গ্রাফিক ডিজাইনের জন্য সার্চ নিচের মতো করে করতে পারেন।

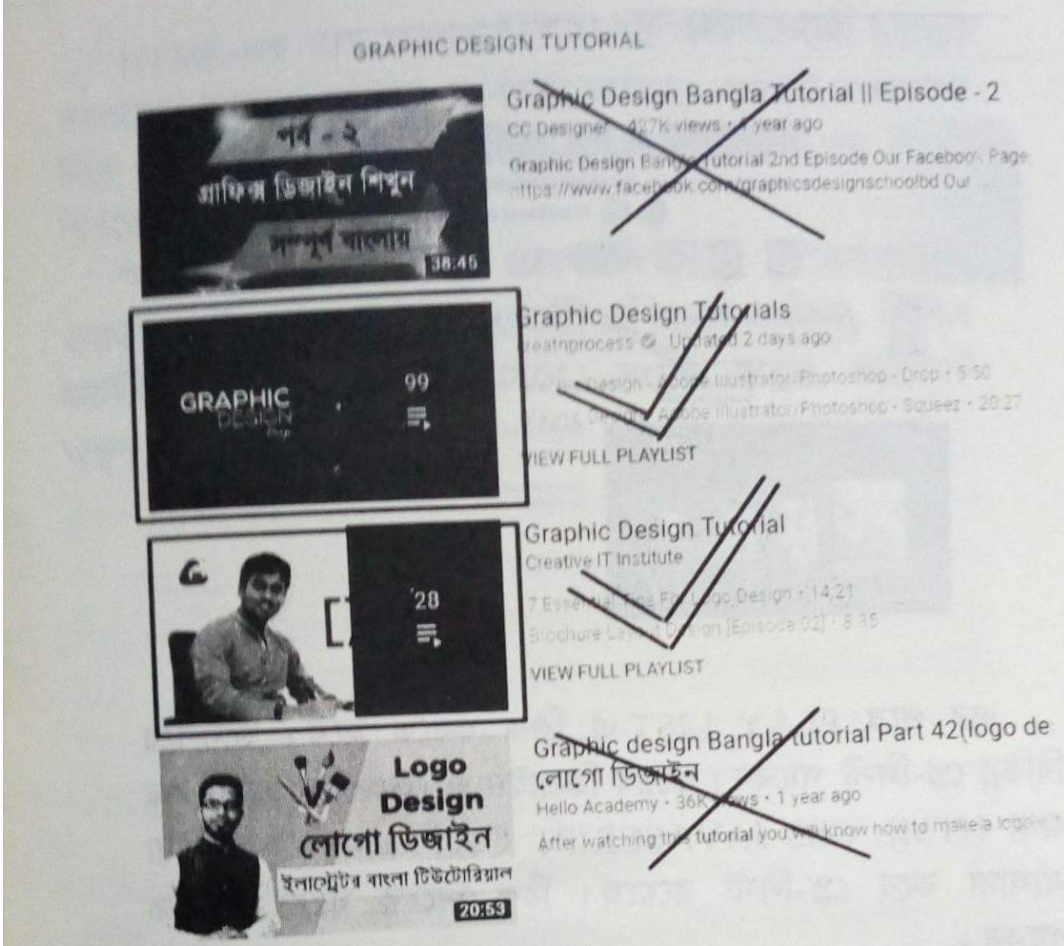

দেখুন সার্চটি কীভাবে করা হয়েছে। এভাবে আপনি এই বইয়ে দেওয়া ১৬টি ক্যাটাগরি থেকে যে-কোনো একটি নিয়ে সার্চ করে প্লে-লিস্ট থেকে শিখতে পারবেন।

মনে রাখবেন, আপনাকে অবশ্যই কমপক্ষে ৫টি প্লে-লিস্ট দেখতে হবে। অর্থাৎ আপনাকে ৫ জনের প্লে-লিস্ট দেখতে হবে। বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে বোঝাবে, নতুন নতুন আইডিয়া পাবেন।

আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে ওয়েব ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্ট যেভাবে শিখবেন :

ইউটিউবে গিয়ে সার্চ করুন "Freelancer Nasim"

তারপরে নিচের মতো করে দেখাবে–

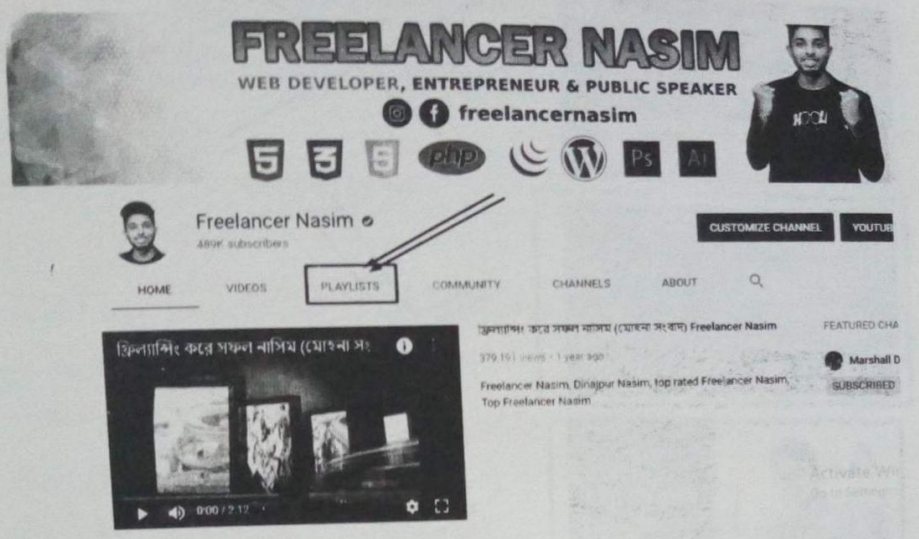

এর পরে PLAY LIST-এ ক্লিক করতে হবে। তারপরে বিভিন্ন প্লে-লিস্ট পাবেন। ওয়েব ডিজাইন ও ডেভেলোপমেন্ট এর জন্য HTML CSS JAVASCRIPT ইত্যাদি এগুলোর আলাদা আলাদা করে প্লে-লিস্ট রয়েছে। ঠিক নিচের মতো দেখতে পাবেন।

HTML-এর জন্য আলাদা, CSS-এর জন্য আলাদা এভাবে সবগুলোর আলাদা আলাদা প্লে-লিস্ট রয়েছে। এগুলো মনোযোগ দিয়ে এক-এক করে দেখতে থাকুন। ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্রই শিখতে পারবেন।

আমার চ্যানেলে শুধুমাত্র ওয়েব ডিজাইন, ডেভেলপমেন্ট, ওয়ার্ডপ্রেস ইত্যাদির ভিডিও রয়েছে। ভবিষ্যতে গ্রাফিক, সিপিএ মার্কেটিং ইত্যাদির ভিডিও আসবে। সংযুক্ত থাকুন, আপডেট থাকুন।

কোন ট্রেনিং সেন্টার ভালো?

আপনি যদি কোনো ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের ইনস্টিটিউট দেখে থাকেন, তবে অবশ্যই সেখানকার প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আগে যোগাযোগ করুন। তাদের কাছে শুনুন তারা কতজন ভালো করে শিখেছেন বা ফ্রিল্যান্সিং-এ সফল হয়েছেন। ট্রেইনারদের এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা কতটুকু। কাজ শিখে কোথাও কাজ না করে সরাসরি কাজ শেখানোর অভিজ্ঞতা আর কাজ শিখে ফ্রিল্যান্সিং-এর কাজ করে অভিজ্ঞতা নিয়ে তারপরে কাউকে শেখানো আকাশ-জমিন তফাত।

সুতরাং বর্তমানে প্রতারণার শিকার অনেকেই হচ্ছে বলে সেদিকে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

যেভাবে একজন সফল ফ্রিল্যান্সার হওয়া যায়

বর্তমানে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোতে কাঙ্ক্ষিত চাকরির সাথে OVER TIME নামেও একটি ব্যাপার রয়েছে। এর মানে হচ্ছে আপনি যদি একজন কর্মচারী হয়ে থাকেন, তবে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত আপনার অফিস থাকে। কিন্তু আপনি যদি রাত ৮টা বা ১০টা পর্যন্ত বেশি কাজ করেন বা ওভারটাইম করেন তাহলে আপনাকে আরও বাড়তি সেলারি প্রদান করা হবে।

ঠিক ফ্রিল্যান্সিং-এর দিকে ব্যাপারটিও প্রায় একই। আপনি যদি শুধুই ওয়েব ডেভেলপার হয়ে থাকেন, তাহলে এমনও সময় হতে পারে যে আপনি সারা মাস কাজ পেলেন না। মাসের শেষে গিয়ে ২০০-১০০০ ডলারের একটি কাজ পেয়ে গেলেন। কিন্তু বাকি এক মাস আপনি কি বসে থাকবেন? কখনই না। অবশ্যই আপনার ফ্রি টাইমগুলোতে আপনি বেশি আয় করার জন্য মাল্টিস্কিল অর্জন করতে পারেন। যেমন আমি একজন ওয়েব ডেভেলপার হয়েও পাশাপাশি ডাটা এন্ট্রির কাজ করে থাকি। আবার কখনো গ্রাফিক্স ডিজাইনও করে থাকি, আবার কখনো কখনো কল সেন্টার সাপোর্ট ম্যানাজের হিসেবেও কাজ করি, ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবেও কাজ করি। কারণ আমার এসব অভিজ্ঞতা রয়েছে। কিন্তু এসব একদিনে হয়নি। আমি আগে ওয়েব ডেভেলোপমেন্ট শিখেছি। ভালোভাবে কাজ করার পরে

পাশাপাশি সেগুলোও শিখেছি। আর এসবের জন্য জীবন থেকে অনেক বিনোদনের সময়কে স্যাক্রিফাইস করতে হয়েছে। অনেক ঘুমকে স্যাক্রিফাইস করতে হয়েছে। তাই বলতে চাই–

'যত পরিশ্রম তত উন্নতি'।

কতটুক শিখলে কাজ শুরু করা যাবে

কতটুক শিখলে কাজ শুরু করা যাবে তা নির্ভর করে আপনি যে কাজটি করবেন সেটি কী ধরনের। এক্ষেত্রে আপনার কাজ শিখার পরে যদি মনে হয় আমি কাজ করার জন্য প্রস্তুত, তাহলে ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে ভিজিট করে প্রজেক্টগুলো দেখুন। প্রজেক্টের ডেসক্রিপশন ভালো করে পড়ুন, পড়ার পর যদি মনে হয় বায়ার যে ডিমান্ডগুলো দিয়েছে সেগুলো আপনি করতে পারবেন, তাহলে আপনি সেই প্রজেক্টের জন্য প্রস্তুত। কাজ শিখলেই যে আপনি সবগুলো প্রজেক্ট করতে পারবেন এমনটি নয়।

ক্যারিয়ার পরিকল্পনা নিয়ে কিছু মোটিভেশন

আমরা অনেকেই বলে থাকি যে, দেশে চাকরি পাওয়া যায় না। আবার অন্যদিকে বলা হয় যে যোগ্য প্রার্থী নেই। কিন্তু বাস্তব হলো, যোগ্য ক্যারিয়ার পরিকল্পনা নেই। আমি একটি ছোট্ট হিসাব দিচ্ছি। একটু ভেবে দেখুন।

আপনি যদি গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে তারপর চাকরির খোঁজ করেন তবে হয়তো আপনার শিক্ষা অনুযায়ী যোগ্য চাকরিটি পেতে জুতা ক্ষয় হবে। হয়তো একদিন পেয়েও যাবেন। খুব কম মানুষই আছে যারা প্রথমবারেই একটা ভালো স্যালারির চাকরি পেয়ে থাকেন। তাদের কথা না হয় বাদ দেওয়া যাক।

গ্র্যাজুয়েশন শেষ করতে আর ভালো একটি চাকরি পেতে আমাদের প্রায় ২৭-২৮ বছর বয়স হয়ে যায়। আবার এমনও হয় যে ৩০ বছর বয়সেও ভালো কোনো চাকরি মেলে না, অন্যদিকে ব্যবসা করার মনমানসিকতাও থাকে না। ৩০ বছরে মাত্র এই জিনিসটির পেছনে দৌড়ালেন? বাঁচবেন কতদিন? গড় আয়ু ৬০-৬৫ ধরে নিন। বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছে। জীবনের প্রায় ৫০% দিয়ে দিচ্ছেন লেখাপড়া আর চাকরির খোঁজার পেছনে। বাবা-মা'কে সাপোর্ট করবেন কখন? নিজের ফ্যামিলি তৈরি করবেন কখন? আর বাকি ৫০% লাইফে ভালো কিছু হবে বলে মনে হচ্ছে কি?

হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সেরকম মানসিকতা, এনার্জি আর Passion আমাদের দেশের মানুষের নেই বললেই চলে।

সুতরাং এভাবে চিন্তা করে জীবনে কখনো বড় কিছু হওয়া যায় না। জীবনে সফলতা আর সার্থকতা চাইলে স্কুল-কলেজ জীবন থেকেই নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতে হবে। শুধু লেখাপড়ায় জীবনের প্রায় ৫০% সময় দিয়ে দিলে আপনি আর উঠে দাঁড়াতে না-ও পারেন। তাই যা করার সময় থাকতে করে নিন। প্রশ্ন আসতে পারে যে কী করা যায়।

হ্যাঁ অনেক কিছুই করা যায়। কমফোর্ট জোন থেকে বের হতে হবে। OUT OF THE BOX চিন্তা করতে হবে। তাহলে ভালো কিছু করা সম্ভব। OUT OF THE BOX মানে হচ্ছে, আমি একটি সমাজে বা একটি দেশে বাস করি আর এই দেশে কী হচ্ছে না হচ্ছে, কে কোন ক্যারিয়ার বেছে নিচ্ছে আমিও নেব এটা সেটা না ভেবে আজ সারা বিশ্বে মানুষ কীভাবে ক্যারিয়ার গড়ছে এবং কীভাবে সময়কে কাজে লাগাচ্ছে সেটি ভাবা। আজকে আমার মতে, যুবক-যুবতীর জন্য সময় নষ্ট করার মাধ্যম ফেসবুক ও ইউটিউবসহ বিভিন্ন স্যোশাল মিডিয়া। এর মানে এই নয় যে এখানে সবাই সময় নষ্ট করেন। কিন্তু অধিকাংশ ছেলে-মেয়ে সময় নষ্ট করে থাকেন। সময়ের লেখাপড়া সময়ে না করে বই নিয়ে বসেও ফেসবুক ওপেন থাকে আজকাল অনেকেরই। এক্ষেত্রে পড়ালেখায় মন থাকে না ঠিকমতো। যা-ই হোক, সেদিকটা নিয়ে লেখার প্রয়োজন নেই। নিজের ভালোটা নিজে বুঝতে হবে– এটাই মুখ্য বিষয়।

THINK OUT OF THE BOX!! কীভাবে? MARK ZUCKERBERG-কে আমরা সবাই চিনি। যিনি ফেসবুক

নির্মাতা। ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ তিনি ফেসবুক তৈরি করেন। তিনি যখন স্কুল কলেজ লাইফে ছিলেন তখন থেকেই কোডিং প্রোগ্রামিং নিয়ে রিসার্চ করতেন গুগলে এবং বিভিন্ন রকমের সফটওয়্যার ও গেম তৈরি করতেন। এরপর থেকেই তিনি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি লাইফে এটি নিয়ে এগিয়ে যান। পর্যায়ক্রমে ফেসবুক ২০০৫-২০১০/২০১২ সালের মধ্যে ভালো খ্যাতি অর্জন করে এবং তিনি সফল হন। ২০০৬ সালের দিকেই তিনি মিলিয়নার হয়েছেন। যখন তার বয়স ছিল ২২ বছর। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি থেকে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছেন ৩৩ বছর বয়সে। এখন তিনি বিলিনিয়ার।

এবার আপনি ভাবুন, একটি ছেলে হয়ে যদি মাত্র ২২ বছর বয়সে মিলিয়ন (১০ লাখ = প্রায় ৮ কোটি বাংলাদেশি টাকা) ডলার উপার্জন করতে পারে তাহলে তার মতো ২২ বছর বয়সে আপনি কি অন্তত ৫% করতে পারেন না? ২% করলেও ১৫-১৬ লাখ টাকার মালিক। আর মনে রাখবেন টাকার মালিক হতে গিয়ে তিনি অবৈধ রাস্তা ফলো করেননি। সবকিছুই ঠিক রেখেছিলেন। লেখাপড়া একটু ডাউন হওয়ার কারণে হয়তো ৩৩ বছর বয়সে গিয়ে গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন। তাতে কী? লেখাপড়ার কোনো বয়স নেই। সারাজীবন শেখা যায়।

এখন আপনি হয়তো মনে মনে ভাবছেন যে, সব উপরওয়ালা দিয়েছেন। ভাগ্য ছিল, তার যথেষ্ট ফ্যাসিলিটি ছিল। কারণ তিনি আমেরিকান বাসিন্দা এটা সেটা। কিন্তু you are the maker of your own fortune! সৃষ্টিকর্তা অন্তর্যামি। তিনি সব জানেন কিন্তু আপনার ভাগ্য পরিবর্তনের রাস্তা বন্ধ রাখেননি। সুতরাং অজুহাতে কাজ হবে না। এতে নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল দেওয়া হবে। মার্ক জুকারবার্গের কাছে কম্পিউটার আর ইন্টারনেট ছিল সেই

২০০৪ সালে। আর আজ আমাদের হাতের মুঠোয় স্মার্টফোন, অনেকের কাছে কম্পিউটার, ল্যাপটপ রয়েছে, ইন্টারনেট রয়েছে। কোনটি নেই আমাদের কাছে? তারপরও অজুহাত কীভাবে আসতে পারে?

মনে আছে? কবি বলেছিলেন– 'একবার না পারিলে দেখো শতবার'।

কয়জন রয়েছেন যারা একটি কাজ, যেটি করলে মার্ক জুকারবার্গের মতো করে ২২ বছর বয়সে অন্তত ১% করতে পারবেন এবং সেটি শতবার চেষ্টা করেছেন? ১% ও খুঁজে পাওয়া যাবে না, শতবার তো দূরের কথা। ৩-৪ বার একটা ব্যবসা করতে গিয়ে লস খেয়ে আমরা কপালে একটি থাপ্পড় দিয়ে বলি যে 'এটি আমার ভাগ্যে নেই'। আসলে ভাগ্যে থাকা না থাকার ব্যাপার না। আপনার এনার্জি নেই। আজ যারা সফল তারা শতবারের বেশি চেষ্টা করে সফল ও সার্থক হয়েছেন। আমরা একটি গেম খেলতে গিয়ে লেভেল পার করার জন্য হাজারবার চেষ্টা করি। কিন্তু জীবনে বড় কিছু করার জন্য ২০ বারও চেষ্টা করে দেখি না। তার আগেই এনার্জি হারিয়ে ফেলি। আর লেখাপড়া শেষে চাকরি না পেলে বলে থাকি যে মামা-চাচা নেই। ভালো চাকরি নেই। মনে রাখবেন, জীবনে বড় হতে গেলে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়, সঠিক ক্যারিয়ার পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়, মামা–চাচার নয়। সেটি হোক না কোনো চাকরি দিয়ে বা ব্যবসা করে। জীবনে বড় হতে গেলে রাস্তা বদলান উদ্দেশ্য নয়! ।

আমরা আজ ফেসবুক ব্যবহার করি। বিদেশিরাও করে। কিন্তু তফাতগুলো একটু ভেবে দেখবেন। তারা আমাদের মতো এত সময় নষ্ট করে না। সারাদিন ফেসবুকে থাকে না। ইউটিউব দেখে না। দেখলেও প্রয়োজনের জন্য। কিন্তু আমরা বিনোদনের নাম

করে ইউটিউব আর ফেসবুকে যে টাইমটা নষ্ট করি তার মূল্য আজ বুঝব না। বুঝব যেদিন রাস্তা অন্ধকার দেখব।

বর্তমানে আপনি যেই বয়সেই রয়েছেন, যদি সেলফ ডিপেন্ডেড না হয়ে থাকেন, তবে আপনার মাথার উপর যে ছায়া/সাপোর্ট দাতা রয়েছেন, তাকে বাদ দিয়ে ৫ মিনিট নিজের অবস্থানটা চিন্তা করুন, আপনি আপনার আসল অবস্থাটা খুঁজে পাবেন। আজ যদি তিনি না থাকতেন তবে কাল খাবারের জন্য টাকা কোথায় পেতেন? পরশু সেমিস্টার ফি কোথা থেকে দিতেন?

so without your father or shadow, you are nothing!

বাবার অনেক টাকা রয়েছে, ব্যাংক-ব্যালেন্স রয়েছে। কিন্তু শেষ হতে দেরি নেই। আল্লাহ চাইলেই সব এক নিমিষেই ধ্বংষ করে দিতে পারেন। এ রকম অনেক দেখা যায়। অনেকের ইন্ডাস্ট্রি আগুনে পুড়ে যায় আর উঠে দাঁড়াতে পারেন না। অনেকের অসুস্থতায় সব ধ্বংস হয়ে যায়। সুতরাং, বাবার রয়েছে ভেবে ক্যারিয়ার পরিকল্পনা না থাকলে জীবনে সফল হওয়া সম্ভব নয়।

অন্য মানুষেরা কী ভাববে?

প্রায় সময় আমরা এমন কিছু কাজ করতে গিয়ে ভাবি যে এই কাজটি করলে হয়তো আশপাশের মানুষ খারাপ ভাববে। কিন্তু আপনি হয়তো এটি জানেন না যে সেই কাজের মধ্যেই আপনার ভালো একটি হতে পারত। যেটি আপনি করেননি শুধু অন্যের কথা না শোনার জন্য। তবে একটি কথা ভেবে দেখুন :

'অন্যরা কী ভাববে সেই একই কথা যদি আপনি নিজেও ভাবেন তাহলে তারা কী ভাববে? সুতরাং সেই ভাবনার কথাগুলো তাদেরই ভাবতে দিন।'

আপনি আপনার কাজ চালিয়ে যান।

সফলতার সিক্রেট

আমরা সবাই সফল হতে চাই। কিন্তু তার জন্য ঠিকমতো নিয়ম অনুযায়ী কাজ করতে চাই না। সফলতার সিক্রেট হলো :

The secret lies in the fact that successful people formed the habit of doing things that failures donõt like to do.

সহজ মানে হচ্ছে–

'সফল মানুষেরা সেইসব জিনিসগুলো করার অভ্যাস করেছে যেগুলো অসফল মানুষেরা করতে পছন্দ করে না।'

আমারও সকালে ঘুম থেকে উঠতে ভালো লাগে না।
আপনারও সকালে ঘুম থেকে উঠতে ভালো লাগে না।

কিন্তু আমি রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে উঠে ওঠার অভ্যাস করেছি।

আমারও সকালে ঘুম থেকে উঠে পড়তে বসতে ভালো লাগে না।

আপনারও ভালো লাগে না।

কিন্তু আমি রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে পড়তে বসে বসে অভ্যাস করেছি।

আমারও বিকালবেলা বন্ধুদের সাথে আড্ডা না মারলে ভালো লাগে না।

আপনারও ভালো লাগে না।

কিন্তু আমি রোজ আড্ডা না দিয়ে না দিয়ে আড্ডা কমিয়ে ফেলেছি।

আমারও ফেসবক ব্যবহার না করলে ভালো লাগে না।

আপনারও ফেসবুক ব্যবহার না করলে ভালো লাগে না।

কিন্তু আমি ফেসবুকে না ঢুকে না ঢুকে অকাজে ফেসবুক ব্যবহার না করার অভ্যাস করে ফেলেছি।

আমারও গভীর রাত পর্যন্ত বই পড়তে ভালো লাগে না।

আপনারও গভীর রাত পর্যন্ত বই পড়তে ভালো লাগে না।

কিন্তু আমি গভীর রাত পর্যন্ত বই পড়তে পড়তে অভ্যাস করে ফেলেছি।

আমার অন্যের কাছে কোনোকিছু শেখার জন্য অনুরোধ করতে লজ্জাবোধ করে। ইগো প্রব্লেম অনেক।

আপনারও এটি হয়।

কিন্তু আমি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যখনই ঠেকে গিয়েছি আরেকজনের কাছে শিখে নিয়ে এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বেশরম হয়ে গিয়েছি।

সুতরাং, সফল মানুষরা সেটিই করে যেটি এভারেজ মানুষদের ভালো লাগে না। এটিই তফাত!

কিন্তু এর মানে কী? যে অসফল ব্যক্তিরা যেটি করতে পছন্দ করে না বা ভালো লাগে না, সেটি সফল ব্যক্তিদের করতে ভালো লাগে। উত্তরটি নেগেটিভ।

সফল ব্যক্তিদেরও এই কাজগুলো করতে ভালো লাগে না। কিন্তু তারা স্যাক্রিফাইস দিয়ে করে।

এবার পক্ষান্তর

আমারও টিভি দেখতে ভালো লাগে। আপনারও ভালো লাগে।

কিন্তু আপনি টিভি দেখতে দেখতে বেশি বেশি দেখার অভ্যাস করে ফেলেছেন।

আর আমি না দেখে না দেখে না দেখার অভ্যাস করেছি।

আমারও কাউকে কমিটমেন্ট দিয়ে অজুহাত দিতে ভালো লাগে না।

আপনারও অজুহাত দিতে ভালো লাগে না।

কিন্তু আমি অজুহাত না দিয়ে না দিয়ে না দেওয়ার অভ্যাস করেছি।

আপনি হয়তো অজুহাত দিয়ে দিয়ে দেওয়ার অভ্যাস করে ফেলেছেন।

আমারও রাত জেগে ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখে ভালো কিছু

শিখতে ভালো লাগে না।

আপনারও ভালো লাগে না।

আপনি হয়তো নাটক সিনেমা বা মিউজিক ভিডিও দেখতে দেখতে অভ্যাস করে ফেলেছেন।

আর আমি টিউটোরিয়াল দেখতে দেখতে অনেক কিছু শিখে ফেলেছি।

সুতরাং,

Your habits are your success!

আপনার অভ্যাসগুলোই আপনার সফলতা!

তারপরেও সফলতা খুব অল্প কিছু মানুষের মাঝে আসে।

শেষ কথা

অভিজ্ঞতা থেকে শুধু এতটুকুই বলব, আমরা আরেকজনকে দেখে অনুপ্রাণিত হই ঠিকই। কিন্তু তার মতো করে চলতে পারি না বলেই আমরা সফল হতে পারি না। আমি যে সময়ে রাত জেগে জেগে বইটি লিখেছি। সে সময়ে হয়তো আমাকে দেখে অনুপ্রাণিত হওয়া অনেক মানুষ ফেসবুক নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। আমার আর তাদের মধ্যে হয়তো এতটুকুই পার্থক্য।

সুতরাং, আপনি যাকে আইডল ভাবেন, যাকে দেখে অনুপ্রাণিত, যদি নিজের চলাফেরা, ব্যবহার, ম্যাচুরিটি তার মতো করে সাজাতে না পারেন, তাহলে আপনি কখনো তার মতো হতে পারবেন না।

বিশ্বাস না হলেও সত্য, সফল মানুষগুলো যেভাবে উক্তি দিয়ে গিয়েছেন, সেগুলো যদি আমরা প্রতিদিন অন্তত ৫% করে মেনে চলার চেষ্টা করি, আমাদের জীবন বদলে যাবে। কিন্তু আমরা মনোযোগী হতে পারি না বলেই সবকিছুই আমাদের কাছে কঠিন লাগে।

আমি দেখেছি আমার আপন ছোট ভাইকে।

তার অপারেশন হওয়ার পরেও সে ঐ অবস্থায় কাজ শিখেছে কম্পিউটারে বসে। জীবনে ভালো কিছু করতে হলে নিজেকে পরিশ্রম কীভাবে করতে হবে, এর থেকে বড় উদাহরণ আর হয় না।

সুতরাং, আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো "অজুহাত"।

এর ফলে আমরা নিজেদের অনেক অলস বানিয়ে ফেলি।

সুতরাং, জীবনে বড় বড় স্বপ্ন দেখতে হবে, সেই স্বপ্ন অনুযায়ী কাজ করতে হবে। আর সবচেয়ে মূল্যবান কথা হলো, আগে সবাইকে ভালো মানুষ হতে হবে। অ্যাপ

If you are born poor, it's not your mistake, but if you die poor it's your mistake…

- Bill Gates